সাধারণ জ্ঞান → বাংলাদেশ

জাতীয় দিবসসমূহ

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস- ২১ ফেব্রুয়ারি

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষার স্বীকৃতি দিয়েছে- ইউনেস্কো (১৯৯৯ সালে)

২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে প্রথম পালিত হয়- ২০০০ সালে

২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালন করে- ১৮৮টি দেশ

গুরুত্বপূর্ণ দিবসসমূহ

বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস	১০ জানুয়ারি
শহীদ আসাদ দিবস	২০ জানুয়ারি
জনসংখ্যা দিবস	২ ফেব্রুয়ারি
শহীদ দিবস/আন্তঃ মাতৃভাষা দিবস	২১ ফেব্রুয়ারি
জাতীয় পতাকা দিবস	২ মার্চ
রাষ্ট্রভাষা দিবস	১১ মার্চ
শিশু দিবস	১৭ মার্চ
ছয়দফা দিবস	২৩ মার্চ
কালোরাত্রি দিবস	২৫ মার্চ
স্বাধীনতা দিবস/জাতীয় দিবস	২৬ মার্চ
প্রতিবন্ধী দিবস	৫ এপ্রিল
মুজিবনগর দিবস	১৭ এপ্রিল
পলাশী দিবস	২৩ এপ্রিল
পরিবেশ দিবস	৫ জুন
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস	১ জুলাই
জাতীয় শোক দিবস	১৫ আগস্ট
আয়কর দিবস	১৫ সেপ্টেম্বর
জেলহত্যা দিবস	৩ নভেম্বর
সংবিধান দিবস	৪ নভেম্বর

www.bcsourgoal.com.bd

www.bcsourgoal.com.bd

জাতীয় সংহতি ও বিপ্লব দিবস	৭ নভেম্বর
শহীদ নূর হোসেন দিবস	১০ নভেম্বর
মুক্তিযোদ্ধা দিবস	১ ডিসেম্বর
স্বৈরাচার পতন দিবস	৬ ডিসেম্বর
বেগম রোকেয়া দিবস	৯ ডিসেম্বর
শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস	১৪ ডিসেম্বর
বিজয় দিবস	১৬ ডিসেম্বর

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশ

আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্যপদ লাভ ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা

COMMONWEALTH প্রথম কোন আন্তঃ সংস্থার সদস্যপদ লাভ পাকিস্তান বিরোধিতা করেছিলো ৩২তম সদস্য	১৯৭২ (১৮ এপ্রিল)
NAM (জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন)	১৯৭২
ILO (Int'l Labour Org.)	১৯৭২
UNESCO (জাতিসংঘের শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক অধিদপ্তর)	১৯৭২
WHO (World Health Org.)	১৯৭২ (১৭ মে)
IBRD (World Bank)	১৯৭২ (১৭ আগস্ট)
OIC (Org. of Islamic Countries)	১৯৭৪ (২৩ ফেব্রুয়ারি)
UN (United Nation) ১৩৬তম সদস্য	১৯৭৪ (১৭ সেপ্টেম্বর)
UN-এর নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য (স্বস্তি পরিষদ) মোট ২ বার ২য় বার (১৯৯৯ সালে নির্বাচিত, ২০০০-০১ মেয়াদে) সভাপতির দায়িত্ব পালন করে সভাপতিত্ব করেন আনোয়ারুল করিম চৌধুরী	১ম বার : ১৯৭৮ (১০ নভেম্বর) ২য় বার : ১৯৯৯ (১৪ অক্টোবর)
UN-এর সাধারণ পরিষদের সভাপতি সভাপতিত্ব করেন হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী	১৯৮৬
WTO (World Trade Org.) ১২৪তম সদস্য	১৯৯৫ (১ জানুয়ারি)

ঢাকায় সার্ক শীর্ষ **সম্মেলন**- ৩ বার

www.bcsourgoal.com.bd

www.bcsourgoal.com.bd

ঢাকায় যে সব আন্তঃ সংস্থার সদর দপ্তর-

IJSG(পূর্বনাম IJO)	Int'l Jute Study Group
CIRDAP	Centre on Integrated Rural Development for Asia and the Pacific
SMRC	
IUT IIT	
AAPP	Association of Asian Parliaments for Peace
SAIC	
ICDDRB	

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশ

প্রথম জাতিসংঘ মিশনে কাজ করে- ১৯৮৮
মোট কাজ করেছে- ৪৫টি মিশনে, ৩০টি দেশে
বর্তমানে কাজ করছে- ১২টি মিশনে, ১১টি দেশে
সৈন্য প্রেরণে প্রথম(সবচেয়ে সৈন্য প্রেরণকারী দেশ)- বাংলাদেশ
মিশনে মৃত বাংলাদেশি সৈন্যের সংখ্যা- ৯৮জন
জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা বাহিনীর শিরস্ত্রাণের রং- নীল
জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা বাহিনীর প্রতীক কোন রং- নীল

কূটনৈতিক মিশন/দূতাবাস

বিশ্বে বাংলাদেশের দূতাবাস আছে- ৪৭টি দেশে
বাংলাদেশে সার্কভূক্ত যে দেশের দূতাবাস নেই- মালদ্বীপ
কূটনৈতিক সম্পর্ক নেই- ইসরাইলের সঙ্গে
টেলিযোগাযোগ নেই- ইসরায়েলের সঙ্গে
কূটনৈতিক সম্পর্ক নেই কিন্তু বাণিজ্যিক সম্পর্ক আছে- তাইওয়ান
দূতাবাস বন্ধ আছে- আফগানিস্তানে
দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশের কোনো দেশেই বাংলাদেশের কোন দূতাবাস নেই

www.bcsourgoal.com.bd
www.bcsourgoal.com.bd

উপজাতি

বাংলাদেশে মোট উপজাতি- ৩১টি
মোট উপজাতিদের সংখ্যা- প্রায় ১৪ লক্ষ
উপজাতিরা দেশের জনসংখ্যার- প্রায় ১.০৮%
বাংলাদেশে উপজাতিদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি জনসংখ্যা- চাকমাদের
বাংলাদেশে উপজাতিদের মধ্যে জনসংখ্যায় দ্বিতীয়- সাঁওতাল
মাতৃতান্ত্রিক উপজাতি- গারো, খাসিয়া ও সাঁওতাল
পিতৃতান্ত্রিক উপজাতি- মারমা ও হাজং
(বি:দ্র: পরীক্ষায় কারা মাতৃতান্ত্রিক বললে গারো, খাসিয়া, সাঁওতাল- যেটা থাকবে, সেটা উত্তর হবে। আর কারা মাতৃতান্ত্রিক নয় বললে মারমা বা হাজং যেটা থাকবে, সেটা উত্তর হবে।)
(বি:দ্র: আসলে সাঁওতালরা মাতৃতান্ত্রিক নয়, কিন্তু পরীক্ষায় আসলে দিতে হবে। সত্যিকার অর্থে একমাত্র মাতৃতান্ত্রিক গারোরা। ওদের মাঝেই কেবল উত্তরাধিকার সূত্রে মেয়েদের সম্পদের উত্তরাধিকারী হওয়ার ঐতিহ্য আছে।)
মুসলমান উপজাতি- পাঙন ও লাউয়া
পার্বত্য চট্টগ্রামে উপজাতি বাস করে- ১৩টি
'চাকমা' শব্দের অর্থ- মানুষ
পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রাচীনতম অধিবাসী- মুরং বা ম্রো
মণিপুরীরা বাস করে- সিলেটে
মণিপুরী নৃত্য- সিলেটের
রাখাইনরা এসেছে- মায়ানমার থেকে
রাখাইনরা বেশি বাস করে- পটুয়াখালীতে
উপজাতিদের জন্য সরকারি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান- ৩টি
১. উপজাতীয় সাংস্কৃতিক একাডেমি- বিরিশিরি (প্রথম প্রতিষ্ঠিত; ১৯৭৭)
২. ট্রাইবাল কালচারাল ইন্সটিটিউট- রাঙামাটি
৩. ট্রাইবাল কালচার একাডেমি- দিনাজপুরে
পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের বর্ষবরণকে সামগ্রিকভাবে বলা হয়- বৈসাবি (ত্রিপুরাদের বৈসু, মারমাদের সাংগ্রাইং ও চাকমাদের বিঝু)

সাঁওতাল বিদ্রোহের নায়ক- ২ ভাই কানু আর সিদু (১৮৫৫-৫৬)
চাকমা বিদ্রোহের নায়ক- জুম্মা খান (কার্পাস বিদ্রোহ) (১৭৭৬-৮৭)
একমাত্র খেতাবপ্রাপ্ত আদিবাসী/উপজাতি মুক্তিযোদ্ধা- ইউ কে চিং

www.bcsourgoal.com.bd

শান্তিবাহিনীর প্রতিষ্ঠাতা- মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা

শান্তিবাহিনীর বর্তমান চেয়ারম্যান- জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারাম(সন্তু লারমা)

বিভিন্ন উপজাতিদের আবাসস্থল

পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী উপজাতি	
চাকমা	চট্টগ্রাম, রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান
ত্রিপুরা	খাগড়াছড়ি, বান্দরবান ও রাঙামাটি
মারমা	বান্দরবান, কক্সবাজার ও পটুয়াখালী
রাখাইন	পটুয়াখালী ও কক্সবাজার
খুমী	বান্দরবানের লামা, রুমা ও থানচি থানায়
পাংখো	বান্দরবান
মুরং/ম্রো	বান্দরবান
মগ	খাগড়াছড়ি, রাঙামাটি, বান্দরবান ও পটুয়াখালী
লুসাই	রাঙামাটি
বনজোগী	বান্দরবানের গহীন অরণ্যে
তঞ্চংগা	রাঙামাটি
চক	বান্দরবানের লামা থানায়
কুকি	রাঙামাটি
খ্যাং	রাঙামাটির কাপ্তাই ও রাজস্থালী
সমতল ও অন্যান্য অঞ্চলের আদিবাসী	
গারো	ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, শেরপুর ও নেত্রকোনা
হাজং	ময়মনসিংহ ও নেত্রকোনা
হদি	নেত্রকোনা জেলার শ্রীবর্দি ও বারহাট্টায়
হাদুই	নেত্রকোনা জেলার শ্রীবর্দি ও বিরিশিরি
সাঁওতাল	রাজশাহী, রংপুর, বগুড়া ও দিনাজপুর
ওঁরাও	বগুড়া ও রংপুর
রাজবংশী	রংপুর
মণিপুরী	সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ
খাসিয়া	সিলেটের জৈয়ন্তিকা পাহাড়ে
পাত্র	সিলেট
বাওয়ালী	সুন্দরবন
মৌয়ালী	সুন্দরবন

www.bcsourgoal.com.bd

www.bcsourgoal.com.bd

ভৌগোলিক

নদ-নদী

মোট নদ-নদী- ২৩০টি
ভারত থেকে বাংলাদেশে আসা নদী- ৫৫টি
মায়ানমার থেকে বাংলাদেশে আসা নদী- ৩টি
মোট আন্তঃসীমান্ত নদী- ৫৮টি
বাংলাদেশ থেকে ভারতে যাওয়া নদী- ১টি (কুলিখ)
বাংলাদেশে উৎপত্তি ও সমাপ্তী এমন নদী- ২টি (হালদা ও সাঙ্গু)
বাংলাদেশ থেকে ভারতে গিয়ে আবার বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে- আত্রাই
চলন বিলের মধ্য দিয় প্রবাহিত নদী- আত্রাই
বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক নদী- ১টি (পদ্মা)
প্রধান নদী- পদ্মা
দীর্ঘতম নদী- সুরমা(৩৯৯কিমি)
দীর্ঘতম নদ- ব্রহ্মপুত্র(একমাত্র নদ) (দীর্ঘতম নদীর উত্তরে ব্রহ্মপুত্র থাকলে ব্রহ্মপুত্র-ই উত্তর হবে)
প্রশস্ততম নদী- যমুনা
জোয়ার-ভাঁটা হয় না- গোমতী নদীতে
প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজনন কেন্দ্র- হালদা নদী
বাংলাদেশ ও মায়ানমারকে বিভক্তকারী নদী- নাফ
বাংলাদেশ ও ভারতকে বিভক্তকারী নদী- হাড়িয়াভাঙ্গা
হাড়িয়াভাঙ্গার মোহনায় অবস্থিত- দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপ (ভারতে নাম পূর্বাশা, এই দ্বীপের মালিকানা নিয়ে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলছে।)
যমুনার সৃষ্টি হয়- ১৭৮৭ সালের ভূমিকম্পে
যমুনা নদীর পূর্বনাম- জোনাই নদী
বুড়িগঙ্গার পূর্বনাম- দোলাই নদী
ব্রহ্মপুত্রের পূর্বনাম- লৌহিত্য
পদ্মার পূর্বনাম- কীর্তিনাশা
নদী সিকস্তি- নদী ভাঙনে সর্বস্বান্ত
নদী পয়স্তি- নদীর চরে যারা চাষাবাদ করে
ফারাক্কা বাঁধ- গঙ্গা নদীর উপরে (বাংলাদেশে এসে গঙ্গা 'পদ্মা' নাম নিয়েছে)
বাকল্যান্ড বাঁধ- বুড়িগঙ্গার তীরে (১৮৬৪ সালে নির্মিত)
কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র- কর্ণফুলী নদীর উপর (১৯৬২ সালে)

www.bcsourgoal.com.bd

চট্টগ্রাম বন্দর- কর্ণফুলী নদীর তীরে

মংলা বন্দর- পশুর নদীর তীরে

মাওয়া ফেরিঘাট- পদ্মার তীরে

প্রধান নদীবন্দর- নারায়ণগঞ্জ

নদী গবেষণা ইন্সটিটিউট- ফরিদপুর

নদী উন্নয়ন বোর্ড- ঢাকায়

টিপাইমুখ বাঁধ- বরাক নদীর উপরে (ভারতের মণিপুর রাজ্যে)

বরাক নদী বাংলাদেশে ঢুকেছে- সুরমা হয়ে (পরে মেঘনায় গিয়ে মিশেছে)

বিভিন্ন নদীর উৎপত্তিস্থল-

পদ্মা- হিমালয়ের গঙ্গৌত্রি হিমবাহ

ব্রহ্মপুত্র- তিব্বতের মানস সরোবর

যমুনা- তিব্বতের মানস সরোবার

মেঘনা- আসামের লুসাই পাহাড়

কর্ণফুলী- মিজোরামের লুসাই পাহাড়

বিভিন্ন নদীর মিলিতস্থল-

পদ্মা	+	মেঘনা	চাঁদপুর
পদ্মা	+	যমুনা	গোয়ালন্দ
সুরমা	+	কুশিয়ারা	ভৈরব(আজমিরীগঞ্জ)
পুরাতন ব্রহ্মপুত্র	+	মেঘনা	ভৈরব বাজার

নদী তীরবর্তী শহর ও গুরুত্বপূর্ণ/ঐতিহাসিক জায়গা

শহর/জায়গা	নদী	শহর/জায়গা	নদী
ঢাকা	বুড়িগঙ্গা	সিলেট	সুরমা
চট্টগ্রাম	কর্ণফুলী	মাদারীপুর	পদ্মা
কুমিল্লা	গোমতী	বাংলাবান্ধা	মহানন্দা
রাজশাহী	পদ্মা	টেকনাফ	নাফ
মহাস্থানগড়	করতোয়া	বগুড়া	করতোয়া
বরিশাল	কীর্তনখোলা	চন্দ্রঘোনা	কর্ণফুলী
খুলনা	রূপসা	গোপালগঞ্জ	মধুমতী
টঙ্গী	তুরাগ	কাপ্তাই	কর্ণফুলী
চাঁদপুর	মেঘনা	ঘোড়াশাল	শীতলক্ষ্যা

www.bcsourgoal.com.bd

www.bcsourgoal.com.bd

গাজীপুর	তুরাগ	টুঙ্গীপাড়া	মধুমতি
সুনামগঞ্জ	সুরমা	লালবাগ কেল্লা	বুড়িগঙ্গা
মংলা	পশুর	শরীয়তপুর	পদ্মা
ভৈরব	মেঘনা	রাজবাড়ি	পদ্মা
রংপুর	তিস্তা	নোয়াখালি	মেঘনা ও ডাকাতিয়া
টাঙ্গাইল	যমুনা	মানিকগঞ্জ	যমুনা
পঞ্চগড়	করতোয়া	নরসিংদী	মেঘনা ও শীতলক্ষ্যা
কক্সবাজার	নাফ	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	তিতাস
নাটোর	আত্রাই	রংপুর	তিস্তা
দৌলতদিয়া	পদ্মা	গোয়ালন্দ	পদ্মা
কুষ্টিয়া	গড়াই	তিনবিঘা করিডোর	তিস্তা

দ্বীপসমূহ

পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ- বাংলাদেশ
বাংলাদেশের বৃহত্তম ব-দ্বীপ- সুন্দরবন
বাংলাদেশের বৃহত্তম দ্বীপ- ভোলা (৩৪০৩ বর্গকিমি)
বাংলাদেশের একমাত্র দ্বীপ জেলা- ভোলা
সর্ব দক্ষিণের দ্বীপ- ছেঁড়া দ্বীপ (না থাকলে সেন্ট মার্টিন দ্বীপ)
একমাত্র সামুদ্রিক প্রবাল দ্বীপ- সেন্ট মার্টিন দ্বীপ
নিঝুম দ্বীপ অবস্থিত- মেঘনা নদীর মোহনায়
নিঝুম দ্বীপের পুরোনো নাম- বাউলার চর
দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপ অবস্থিত- সাতক্ষীরা জেলায় (আয়তন- ৮ বর্গকিমি)
দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপ অবস্থিত- হাড়িয়াভাঙ্গা নদীর মোহনায়
দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপের অপর নাম- নিউমুর বা পূর্বাশা দ্বীপ (ভারতে এ নামে পরিচিত)
দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপ নিয়ে বিরোধ- বাংলাদেশ ও ভারতের
ভারতীয় নৌ-বাহিনী জোরপূর্বক দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপ দখল করে নেয়- ১৯৮১ সালে
একমাত্র পাহাড়ি দ্বীপ- মহেশখালি
মন্দির আছে- মহেশখালিতে (আদিনাথ মন্দির)
মনপুরা দ্বীপ অবস্থিত- ভোলা জেলায়
হিরণ পয়েন্ট ও টাইগার পয়েন্ট- সুন্দরবনে অবস্থিত
বাতিঘরের জন্য বিখ্যাত- কুতুবদিয়া
প্রাচীনকালে সামুদ্রিক জাহাজ তৈরির জন্য বিখ্যাত ছিল- সন্দ্বীপ

www.bcsourgoal.com.bd
www.bcsourgoal.com.bd

বৃহত্তম দ্বীপ একমাত্র দ্বীপ জেলা	ভোলা
সর্ব দক্ষিণের দ্বীপ	ছেঁড়া দ্বীপ
সামুদ্রিক প্রবাল দ্বীপ পূর্বনাম- নারিকেল জিঞ্জিরা	সেন্ট মার্টিন
পাহাড়ি দ্বীপ	মহেশখালি
বাতিঘরের জন্য বিখ্যাত	কুতুবদিয়া
প্রাচীনকালে সামুদ্রিক জাহাজ তৈরির জন্য বিখ্যাত ছিল	সন্দ্বীপ
সাতক্ষীরা জেলায় হাড়িয়াভাঙ্গা নদীর মোহনায় আয়তন- ৮ বর্গকিমি অপর নাম- নিউমুর বা পূর্বাশা দ্বীপ (ভারতে এ নামে পরিচিত) ১৯৮১ সালেভারতীয় নৌ-বাহিনী জোরপূর্বক দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপ দখল করে নেয়	দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপ
মন্দির আছে (আদিনাথ মন্দির)	মহেশখালি দ্বীপে
মনপুরা দ্বীপ অবস্থিত	ভোলা জেলায়
হিরণ পয়েন্ট	সুন্দরবনে
টাইগার পয়েন্ট	সুন্দরবনে
সূর্য উদয় ও সূর্যাস্ত একসঙ্গে দেখা যায় যে দ্বীপ থেকে	কুয়াকাটা

পাহাড়-পর্বত

পাহাড়

বাংলাদেশের পাহাড়সমূহ গঠিত- টারশিয়ারী যুগে

বাংলাদেশের পাহাড়গুলো- ভাঁজ পর্বত

বৃহত্তম পাহাড়- গারো পাহাড়

উচ্চতম পাহাড়- গারো পাহাড়

গারো পাহাড়- ময়মনসিংহ জেলায় অবস্থিত

বাংলাদেশের পাহাড়ের গড় উচ্চতা- ৬১০ মিটার বা ২০০০ ফুট

ইউরেনিয়াম পাওয়া গেছে- কুলাউড়া পাহাড়ে (মৌলভীবাজার)

চন্দ্রনাথের পাহাড় অবস্থিত- চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে (হিন্দুদের তীর্থস্থান)

লালমাই পাহাড়- কুমিল্লা

চিম্বুক পাহাড়- বান্দরবান

চিম্বুক পাহাড়ে বাস করে- মারমা উপজাতিরা

www.bcsourgoal.com.bd

www.bcsourgoal.com.bd

পর্বত

সর্বোচ্চ পর্বত- তাজিনডং

তাজিনডংয়ের অপর নাম- বিজয়

তাজিনডং মারমা শব্দ। মানে- গভীর অরণ্যে পাহাড়

তাজিনডং- বান্দরবান জেলায় অবস্থিত

তাজিনডংয়ের উচ্চতা- ৩১৮৫ ফুট

দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ- কেওকারাডং (উচ্চতা- ২৯২৮ ফুট)

কেওকারাডং- বান্দরবান জেলায় অবস্থিত

তৃতীয় সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ- চিম্বুক পর্বতশৃঙ্গ (বান্দরবান জেলায় অবস্থিত)

বাংলাদেশের বন

বনাঞ্চলকে- ৪ ভাগে ভাগ করা যায়

বরেন্দ্রভূমি- রাজশাহীতে

সামাজিক বনায়ন কর্মসূচী- ১৯৭৯ সালে

জাতীয় বননীতি- ১৯৯৪ সালে

শাল গাছের জন্য বিখ্যাত- ভাওয়াল ও মধুপুরের বন

বন আইন- ১৯৯২ ও ২০০২ সালে

রাষ্ট্রীয় বন নেই- ২৮টি জেলায়

দীর্ঘতম বৃক্ষ- বৈলাম বৃক্ষ(বান্দরাবানে জন্মে)

বন গবেষণা কেন্দ্র- চট্টগ্রামে

হরিণ প্রজনন কেন্দ্র- কক্সবাজারের ডুলাহাজরায়

সুন্দরবন

বাংলাদেশের জাতীয় বন- সুন্দরবন

বিশ্ব ঐতিহ্য (World Heritage)- সুন্দরবন

সুন্দরবনকে বিশ্ব ঐতিহ্য হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে- UNESCO (১৯৯৭ সালে) (৫২২তম)

মোট বনভূমি- ২৫ লক্ষ হেক্টর/ ২৫ হাজার বর্গকিমি

বনভূমি মোট ভূমির- ১৭.৫০%

সুন্দরবনের আয়তন- ৫৭৪৭ বর্গকিমি(অথবা ৫৫৭৫ বর্গকিমি)/ ২৪০০ বর্গমাইল

বাংলাদেশে সুন্দরবনের- ৬২% (বাকি ৩৮% ভারতে)

সুন্দরবনকে স্পর্শ করেছে- ৫টি জেলা

www.bcsourgoal.com.bd

www.bcsourgoal.com.bd

পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন- সুন্দরবন (সুন্দরবন টাইডাল বনও বটে)
সুন্দরবনের ৩টি এলাকাকে অভয়ারণ্য ঘোষণা করা হয়েছে।
সুন্দরবনের প্রধান গাছ- সুন্দরী

বিল-হাওড় ও অন্যান্য

বিল

সর্ববৃহৎ বিল- চলনবিল
চলনবিল- পাবনা ও নাটোরে অবস্থিত
চলনবিলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত নদী- আত্রাই
মিঠাপানির মাছের প্রধান উৎস- চলনবিল
তামাবিল- সিলেটে
বিল ডাকাতিয়া- খুলনায়

হাওড়

সবচেয়ে বড় হাওড়- টাঙ্গুয়ার হাওড়
টাঙ্গুয়ার হাওড়- সুনামগঞ্জে
টাঙ্গুয়ার হাওড়- World Heritage (UNESCO ঘোষিত)
টাঙ্গুয়ার হাওড়কে ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ বলে ঘোষণা করে- ২০০০ সালে
হাকালুকি হাওড়- মৌলভীবাজার

ঝরনা

শীতল পানির ঝরনা- কক্সবাজারের হিমছড়ি পাহাড়ে
গরম পানির ঝরনা- সীতাকুণ্ডের চন্দ্রনাথ পাহাড়ে

জলপ্রপাত
একমাত্র জলপ্রপাত- মাধবকুণ্ড জলপ্রপাত
মাধবকুণ্ড জলপ্রপাত- মৌলভীবাজারের বড়লেখায় অবস্থিত
উচ্চতা- ২৫০ ফুট

উপত্যকা

ভেঙ্গী ভ্যালি- কাপ্তাই থেকে প্লাবিত রাঙামাটি
হালদা ভ্যালি- খাগড়াছড়ি
নাপিতখালি ভ্যালি- কক্সবাজার

www.bcsourgoal.com.bd
www.bcsourgoal.com.bd

প্রশাসনিক বিষয়াবলী

সংসদ

জাতীয় সংসদ

বাংলাদেশের আইনসভার নাম- জাতীয় সংসদ **(House of the Nation)**

জাতীয় সংসদের প্রতীক- শাপলা

বর্তমান আসনসংখ্যা- ৩৪৫টি(সংরক্ষিত মহিলা আসন- ৪৫টি)

সরাসরি ভোটে নির্বাচিত আসন- ৩০০টি

জাতীয় সংসদের মেয়াদ- ৫ বছর

সংসদ অধিবেশন আহ্বান, ভঙ্গ ও স্থগিত করতে পারেন- রাষ্ট্রপতি

জাতীয় সংসদের সভাপতি- স্পিকার

প্রথম স্পিকার ছিলেন- মোহাম্মদ উল্ল্যাহ

বর্তমান স্পিকার- এডভোকেট আব্দুল হামিদ খান

মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসন ছিল না- ৪র্থ সংসদে

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে এ পর্যন্ত- ২ জন বিদেশি রাষ্ট্রপ্রধান বক্তৃতা দিয়েছেন (যুগোশ্লাভিয়ার মার্শাল টিটো ও ভারতের ভি ভি গিরি)

কাস্টিং ভোট- স্পিকারের ভোট

অধ্যাদেশ- রাষ্ট্রপতি নিজে যে আইন জারি করেন

সরকারি বিল- মন্ত্রীরা যে বিল উত্থাপন করেন

বেসরকারি বিল- সংসদ সদস্যরা যে বিল উত্থাপন করেন

ফ্লোর ক্রসিং- অন্য দলে যোগদান কিংবা নিজ দলের বিপক্ষে ভোট দান

বাংলাদেশের সরকার- সংসদীয় পদ্ধতির

সংসদীয় পদ্ধতিতে রাষ্ট্রপ্রধান- রাষ্ট্রপতি

সংসদীয় পদ্ধতিতে সরকারপ্রধান- প্রধানমন্ত্রী

রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম চলে- রাষ্ট্রপতির নামে

www.bcsourgoal.com.bd

www.bcsourgoal.com.bd

জাতীয় সংসদ ভবন

অবস্থিত- শেরে বাংলা নগর, ঢাকা

ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন- ১৯৬২

ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন- আইয়ুব খান

স্থপতি- লুই আই কান

লুই আই কান- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক

উদ্বোধন করা হয়- ১৯৮২ সালে

উদ্বোধন করেন- বিচারপতি আব্দুস সাত্তার

সংসদ ভবনের পাশের লেকটির নাম- ক্রিসেন্ট লেক

জাতীয় সংসদ নির্বাচন

প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন- ১৯৭৩ সালে

প্রথম নির্বাচনে আসনসংখ্যা- ৩১৫টি (সংরক্ষিত মহিলা আসন- ১৫টি)

প্রথম সংসদের অধিবেশন বসে- ১৯৭৩ সালে

প্রথম সংসদের স্পিকার- মোহাম্মদ উল্ল্যাহ

সরাসরি ভোটে নির্বাচিত একমাত্র প্রেসিডেন্ট- জিয়াউর রহমান

নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন

অনুষ্ঠিত হয়- ২০০৮ সালে

আসনসংখ্যা- ৩০০টি (৪৫টি সংরক্ষিত মহিলা আসন)

মোট নারী প্রার্থী- ৬০ জন

একাধিক আসনে নারী প্রার্থী- ৩ জন (শেখ হাসিনা, খালেদা জিয়া ও রওশন এরশাদ)

নবম জাতীয় সংসদ

শেখ হাসিনা- ১৩তম (ত্রয়োদশ) প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনার আসন- গোপালগঞ্জ-৩

সংসদ নেতা- শেখ হাসিনা

সংসদ উপনেতা- সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী

সরকার দলীয় চিফ হুইপ- উপাধ্যক্ষ আব্দুস শহীদ

বিরোধী দলীয় নেতা- খালেদা জিয়া

বিরোধী দলীয় উপনেতা- সালাহউদ্দিন কাদের চৌধুরী

বিরোধী দলীয় চিফ হুইপ- জয়নাল আবেদীন ফারুক

সরাসরি ভোটে নির্বাচিত নারী সদস্য- ১৯ জন

www.bcsourgoal.com.bd

www.bcsourgoal.com.bd

নতুন মন্ত্রীসভায় নারী মন্ত্রী- ৬ জন

নতুন মন্ত্রীসভায় নতুন মুখ- ৩৮ জন

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী (দেশের প্রথম মহিলা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী)- অ্যাডভোকেট সাহারা খাতুন

পররাষ্ট্রমন্ত্রী (দেশের প্রথম মহিলা পররাষ্ট্রমন্ত্রী)- ডাঃ দীপু মনি

সরকারদলীয় হুইপ (দেশের প্রথম মহিলা হুইপ)- সেগুফতা ইয়াসমিন এমিলি

স্পিকার- এডভোকেট আব্দুল হামিদ খান

ডেপুটি স্পিকার- কর্নেল (অবঃ) শওকত আলী

সংবিধান

বাংলাদেশ- একটি গণপ্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র

বাংলাদেশের সরকার পদ্ধতি- এককেন্দ্রীক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আইন- সংবিধান

দেশের সর্বোচ্চ আইন প্রণয়নকারী কর্তৃপক্ষ- শাসন বিভাগ

বাংলাদেশের সংবিধানে মোট ভাগ- ১১টি

সংবিধানে অনুচ্ছেদ আছে- ১৫৩টি

সংবিধানে ভাগ- ১১টি, অনুচ্ছেদ- ১৫৩টি

সংবিধানে তফসিল আছে- ৪টি

সংবিধানে মূলনীতি আছে- ৪টি

সংবিধানের রূপকার- ড. কামাল হোসেন

সংবিধান রচনা কমিটির সদস্য- ৩৪ জন(প্রধান ছিলেন- ড. কামাল হোসেন)

সংবিধান রচনা কমিটির একমাত্র বিরোধী দলীয় সদস্য- সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত

সংবিধান রচনা কমিটির একমাত্র মহিলা সদস্য- বেগম রাজিয়া বানু

বাংলাদেশের সংবিধান তৈরি করা হয়- ভারত ও বৃটেনের সংবিধানের আলোকে

বাংলাদেশের সংবিধান জাতীয় সংসদে উত্থাপন করেন- ড. কামাল হোসেন

সংবিধান সর্বপ্রথম গণপরিষদে উত্থাপিত হয়- ১৯৭২ সালের ১২ অক্টোবর

সংবিধান গণপরিষদে গৃহীত হয়- ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর

সংবিধান কার্যকর হয়- ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২

সংবিধান দিবস- ৪ নভেম্বর

হস্তলিখিত লিখিত সংবিধানের অঙ্গসজ্জা করেন- শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন

সংবিধান- ২ প্রকার; লিখিত সংবিধান ও অলিখিত সংবিধান

বাংলাদেশের সংবিধান- লিখিত সংবিধান

লিখিত সংবিধান নেই- বৃটেন, নিউজিল্যান্ড, স্পেন ও সৌদি আরব

বিশ্বের সবচেয়ে বড় সংবিধান- ভারতের; আর ছোট- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের

বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী- ১৪ বছরের নিচের শিশুদের শ্রমে নিয়োগ করা যাবে না

www.bcsourgoal.com.bd

www.bcsourgoal.com.bd

মোট সংবিধান সংশোধন- ১৪ বার

বাংলাদেশের সংবিধান থেকে 'সমাজতন্ত্র' ও 'ধর্মনিরপেক্ষতা' বাদ পরে- ১৯৭৮ সালে

বাংলাদেশের সংবিধানে আবার 'সমাজতন্ত্র' ও 'ধর্মনিরপেক্ষতা' সংযোজন হয়- ২০১১ সালে

'বাঙালি'-র বদলে 'বাংলাদেশি' জাতীয়তাবাদ প্রবর্তন করা হয়- ১৯৭৬ সালে

সংবিধানে 'বিসমিল্লাহির রাহমানীর রাহিম' গৃহীত হয়- ১৯৭৭ সালে

ইনডেমনিটি বিল/অধ্যাদেশ জারি হয়- ১৯৭৫ সালে

ইনডেমনিটি বিল/অধ্যাদেশ বাতিল হয়- ১৯৯৬ সালে

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আইন পাস হয়- ১৯৯৬ সালে

জরুরি অবস্থা জারির বিধান- ২য় সংশোধনী

ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম করা হয়- ৮ম সংশোধনী

সংসদীয় পদ্ধতির সরকার প্রবর্তন করা হয়- ১২শ সংশোধনী

সংবিধান সংশোধনের জন্য- ২/৩ ভোটের প্রয়োজন

এক নজরে সংশোধনীগুলো :

সংশোধনী	সাল	বিষয়বস্তু
প্রথম সংশোধনী	১৯৭৩	যুদ্ধাপরাধী ও গণবিরোধীদের বিচার
দ্বিতীয় সংশোধনী	১৯৭৩	জরুরি অবস্থা
তৃতীয় সংশোধনী	১৯৭৪	বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত চুক্তি; তিনবিঘা করিডোরের বিনিময়ে ভারতের কাছে বেড়ুবাড়ী হস্তান্তর
চতুর্থ সংশোধনী	১৯৭৫	বাকশাল (সংসদীয় শাসনপদ্ধতির বদলে রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসন এবং বহুদলীয় রাজনীতির পরিবর্তে একদলীয় রাজনীতি)
পঞ্চম সংশোধনী	১৯৭৯	তৎকালীন অবৈধ সামরিক সরকারের কাজে বৈধতা দান
ষষ্ঠ সংশোধনী	১৯৮১	রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম ঢাকার বাইরে ৬টি জেলায় হাইকোর্টের স্থায়ী বেঞ্চ Dacca স্থলে Dhaka এবং Bangali স্থলে Bangla বানান প্রচলন
সপ্তম সংশোধনী	২৯৮৬	
অষ্টম সংশোধনী	১৯৮৮	
নবম সংশোধনী	১৯৮৯	
দশম সংশোধনী	১৯৯০	
একাদশ সংশোধনী	১৯৯১	
দ্বাদশ সংশোধনী	১৯৯১	সংসদীয় পদ্ধতির সরকার প্রবর্তন
ত্রয়োদশ সংশোধনী	১৯৯৬	তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতি প্রবর্তন
চতুর্দশ সংশোধনী	২০০৪	
পঞ্চদশ সংশোধনী		

www.bcsourgoal.com.bd

www.bcsourgoal.com.bd

গুরুত্বপূর্ণ ধারাসমূহ

২.খ	রাষ্ট্রধর্ম
৩	রাষ্ট্রভাষা
৬	বাংলাদেশি নাগরিকত্ব
১০	জাতীয় জীবনে মহিলাদের সমান অংশগ্রহণ
১১	গণতন্ত্র ও মানবাধিকার
১২	বিলুপ্ত (ধর্মনিরপেক্ষতা) (আরেকটা বিলুপ্ত- ৯২ক)
১৭	অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা
২২	নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ
২৭	আইনের দৃষ্টিতে সাম্য
২৮(২)	নারী ও পুরুষের সমানাধিকার
৩৯(১)	চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা
৩৯(২)ক	বাকস্বাধীনতা ও ভাবপ্রকাশের স্বাধীনতা
৩৯(২)খ	সংবাদপত্রের স্বাধীনতা
৭৭	ন্যায়পাল নিয়োগ
১৪১ক	জরুরি অবস্থা ঘোষণা

সংবিধান অনুযায়ী প্রেসিডেন্ট হওয়ার জন্য ন্যূনতম বয়স- ৩৫ বছর
সংবিধান অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জন্য ন্যূনতম বয়স- ২৫ বছর
সংবিধান অনুযায়ী সংসদ সদস্য ও স্পিকার হওয়ার জন্য ন্যূনতম বয়স- ২৫ বছর
এক ব্যক্তি রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হতে পারেন- ২ বার/মেয়াদকাল
রাষ্ট্রপতি পদত্যাগ করেন- স্পিকারের কাছে
প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করেন- রাষ্ট্রপতির কাছে
জাতীয় সংসদের/আইনসভার প্রধান/সভাপতি- স্পিকার
সংসদীয় পদ্ধতিতে সর্বোচ্চ পদমর্যাদার অধিকারী- রাষ্ট্রপতি
প্রতিরক্ষা বিভাগের সর্বাধিনায়ক/প্রধান- রাষ্ট্রপতি
সংসদ অধিবেশন আহ্বান, ভঙ্গ ও স্থগিত করেন- রাষ্ট্রপতি
প্রধান বিচারপতিকে নিয়োগ দেন- রাষ্ট্রপতি
তত্ত্বাবধায়ক সরকার দায়বদ্ধ- রাষ্ট্রপতির কাছে
নির্বাচন কমিশনারদের নিয়োগ দেন- রাষ্ট্রপতি
রাষ্ট্রপতিকে অপসারণ করতে- ২/৩ অংশ ভোট দরকার

www.bcsourgoal.com.bd
www.bcsourgoal.com.bd

সংসদ নির্বাচনের ৩০ দিনের মধ্যে অধিবেশন আহ্বান করতে হয়
সংসদের দুই অধিবেশনের মধ্যবর্তী সময় সর্বোচ্চ- ৬০ দিন
সংসদ অধিবেশনের কোরাম- ৬০ জন
স্পিকারের অনুমতি ছাড়া সংসদে অনুপস্থিত থাকা যায়- ৯০ দিন
(স্পিকারের অনুমতি ছাড়া ৯০ দিনের বেশি অনুপস্থিত থাকলে সংসদ সদস্য পদ বাতিল হয়ে যায়)
সংসদ ভেঙে গেলে বা মেয়াদে শেষ হয়ে গেলে নির্বাচন দিতে হয়- ৯০ দিনের মধ্যে

বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালত- সুপ্রিম কোর্ট
সুপ্রিম কোর্টের বিভাগ- ২টি (আপিল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগ)
সংবিধান নাগরিকদের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার দায়িত্ব দিয়েছে- হাইকোর্টকে
প্রধান বিচারপতিকে নিয়োগ দেন- রাষ্ট্রপতি
প্রথম প্রধান বিচারপতি- এ এস এম সায়েম
বর্তমান প্রধান বিচারপতি- এ বি এম খায়রুল হক

নির্বাচন কমিশনারদের নিয়োগ দেন- রাষ্ট্রপতি
প্রথম প্রধান নির্বাচন কমিশনার- বিচারপতি এম ইদ্রিস
বর্তমান প্রধান নির্বাচন কমিশনার- ডঃ এ টি এম শামসুল হুদা

শিল্প

প্রধান শিল্প- তৈরি পোশাক
বৈদেশিক মুদ্রার সিংহভাগ আসে- তৈরি পোশাক থেকে
রপ্তানি আয়ের সিংহভাগ আসে- তৈরি পোশাক থেকে (৭৭.১৭%)
সবচেয়ে বেশি রপ্তানি করা হয়- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে
এশিয়ার বৃহত্তম পাটকল- আদমজী পাটকল; প্রতিষ্ঠিত- ১৯৫১ সালে
আদমজী পাটকল বন্ধ হয়- ২০০২ সালে
আদমজী পাটকল চালু হয়-
দেশে সার কারখানা- ৮টি
সবচেয়ে বড় সার কারখানা- যমুনা (জামালপুর) (সহায়তা- জাপান)
বেসরকারি খাতে সবচেয়ে বড় সার কারখানা- কাফকো (সহায়তা- জাপান)
মোট কাগজ কল- ৭টি
সবচেয়ে বড় কাগজ কল- কর্ণফুলী পেপার মিল (চন্দ্রঘোনা, রাঙামাটি) (কাঁচামাল- বাঁশ)

www.bcsourgoal.com.bd
www.bcsourgoal.com.bd

প্রথম কাগজ কল স্থাপিত হয়- ১৯৫৩ সালে (কর্ণফুলী)
উত্তরবঙ্গ কাগজ কল- পাকশী, পাবনা (কাঁচামাল- আখের ছোবড়া)
জাহাজ নির্মাণ ও মেরামত কারখানা- ৩টি
একমাত্র অস্ত্র নির্মাণ কারখানা- গাজীপুর
একমাত্র তেল শোধনাগার- ইস্টার্ন রিফাইনারী, চট্টগ্রাম
একমাত্র রেয়ন মিল- কর্ণফুলী রেয়ন মিল, চন্দ্রঘোনা, রাঙামাটি
লৌহ ও ইস্পাত কারখানা- চট্টগ্রাম
রাইফেল কারখানা- গাজীপুর সেনানিবাসে

বিভিন্ন কারখানার সংখ্যা

পাটকল	৩৮টি
বস্ত্রকল	২৪টি
চিনিকল	২৪টি
কাগজকল	৭টি
সার কারখানা	৮টি
সিমেন্ট	১৪টি
জাহাজ নির্মাণ	৩টি
তেল শোধনাগার	১টি

বাংলাদেশের বন্দর

মোট সমুদ্র বন্দর- ২টি
প্রধান সমুদ্র বন্দর- চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর
চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর- কর্ণফুলী নদীর তীরে অবস্থিত
অপর সমুদ্র বন্দর- মংলা সমুদ্র বন্দর (বাগেরহাট)
মংলা সমুদ্র বন্দর- পশুর নদীর তীরে অবস্থিত
প্রস্তাবিত তৃতীয় সমুদ্র বন্দর- নোয়াখালীতে
প্রস্তাবিত চতুর্থ/শেষ সমুদ্র বন্দর- কুতুবদিয়ায়
প্রস্তাবিত গভীর সমুদ্র বন্দর- কুতুবদিয়ায়

প্রধান নদী বন্দর- নারায়ণগঞ্জ
নারায়ণগঞ্জ নদী বন্দর- শীতলক্ষ্যা নদীর তীরে অবস্থিত

www.bcsourgoal.com.bd
www.bcsourgoal.com.bd

সবচেয়ে বড় স্থল বন্দর- বেনাপোল স্থল বন্দর

প্রধান স্থল বন্দর- বেনাপোল স্থল বন্দর

বেনাপোল স্থল বন্দর- যশোর জেলায় অবস্থিত

দ্বিতীয় বৃহত্তম স্থল বন্দর- হিলি স্থল বন্দর

হিলি স্থল বন্দর- দিনাজপুর জেলায় অবস্থিত

সর্বশেষ স্থল বন্দর- বিলোনিয়া (ফেনী)

মায়ানমারের সঙ্গে বাণিজ্য পরিচালিত হয়- টেকনাফ স্থলবন্দর দিয়ে

বেসরকারি খাতে ছেড়ে দেয়া হয়েছে- টেকনাফ স্থলবন্দর

গুরুত্বপূর্ণ স্থলবন্দর

বেনাপোল	যশোর
হিলি	দিনাজপুর
বুড়িমারি	লালমনিরহাট
দর্শনা	চুয়াডাঙ্গা
আখাউড়া	ব্রাহ্মণবাড়িয়া
কসবা	পঞ্চগড়
বাংলাবান্ধা	চাঁপাই নবাবগঞ্জ
সোনা মসজিদ	সিলেট
তামাবিল	ফেনী
বিলোনিয়া	

www.bcsourgoal.com.bd

www.bcsourgoal.com.bd

ইতিহাস

প্রাচীন ইতিহাস

১ম অংশ

ইতিহাসের জনক- হেরোডেটাস (গ্রিক)

ইতিহাস শব্দটি এসেছে- গ্রিক শব্দ History থেকে

বাঙালি জাতির পরিচয়- শংকর জাতি হিসেবে

'বাংলা' নামকরণ করেন- সুলতান ইলিয়াস শাহ

প্রাচীন বাংলার জনপদ

বঙ্গ 'বঙ্গ'-র সঙ্গে 'আল' যুক্ত হয়ে 'বঙ্গাল' সেখান থেকে 'বাংলা নামের উৎপত্তি	ময়মনসিংহ ও ফরিদপুর অঞ্চল (ঢাকা এই অঞ্চলের অন্তর্গত)
পুণ্ড্র সবচেয়ে প্রাচীন জনপদ রাজধানী- মহাস্থানগড় (পুণ্ড্রনগর)	উত্তরবঙ্গ (বৃহত্তর রাজশাহী, রংপুর ও দিনাজপুর)
বরেন্দ্র পুণ্ড্রের অন্তর্গত	উত্তরবঙ্গ (গঙ্গা-করতোয়ার মধ্যবর্তী উচ্চভূমি)
গৌড় রাজধানী- কর্ণসুবর্ণ	চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও পশ্চিবঙ্গের মালদহ, মুর্শিদাবাদ ও নদীয়া
রাঢ় অপর নাম- সূক্ষ্ম	ভাগীরথী নদীর পশ্চিম তীরে
সমতট রাজধানী- বড়কামতা	কুমিল্লা ও নোয়াখালী
হরিকেল	সিলেট ও পার্বত্য চট্টগ্রাম

www.bcsourgoal.com.bd

www.bcsourgoal.com.bd

বাংলার আদি অধিবাসী- কোল, ভেল, সাঁওতাল, মুণ্ডা

আদি জনগোষ্ঠীর ভাষা- অস্ট্রিক

বাঙালি জাতি গড়ে উঠেছে- অস্ট্রিক, দ্রাবিড় ও আর্য জাতির সংমিশ্রণে

আর্য জাতি

বাঙালি মূলত- আর্যদের শাখা

আর্যদের ধর্মগ্রন্থ- বেদ

বেদের অংশ- ৪টি (ঋগ্বেদ, অথর্ব বেদ, যদু,)

বেদের রচয়িতা- ঈশ্বর

মহাভারতের রচয়িতা- দেবব্যাস

রামায়ণের রচয়িতা- বাল্মিকী

আর্যসাহিত্যকে বলা হয়- বৈদিক সাহিত্য

আর্যসমাজ- ৪ ভাগে বিভক্ত (ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈশ্য, শূদ্র)

প্রাচীন সভ্যতাসমূহ

মানুষের অস্তিত্ব- ৫০ হাজার খ্রিস্ট পূর্বাব্দে

সভ্যতার শুরু- ৫ হাজার খ্রিস্ট পূর্বাব্দে

বিভিন্ন সভ্যতার অবদান :

বিভিন্ন সভ্যতা ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য		অবদান
গ্রিক সভ্যতা নদীর তীরে গড়ে ওঠেনি		প্রথম নগর রাষ্ট্রের উদ্ভব জ্যামিতি (উপপাদ্য), চিকিৎসা
মিশরীয় সভ্যতা নীলনদের তীরে রাজাদের উপাধি- ফারাও		কৃষিকাজ (বাঁধ দিয়ে কৃষিকাজ) পিরামিড (মমি- মৃতদেহ সংরক্ষণের পদ্ধতি) লিখন পদ্ধতি (হায়ারোগ্লিফিক) জ্যোতির্বিদ্যা এক ঈশ্বরের ধারণা (ফারাও ইখনাটন)
মেসোপটেমীয় সভ্যতা	সুমেরীয়	লিখন পদ্ধতি (কিউনিফর্ম)
ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস নদীর তীরে মেসোপটেমিয়া- ইরাক পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতা ৪টি পর্যায়	ব্যাবিলনীয় স্থপতি- হাম্মুরাবি	আইন প্রণয়ন (হাম্মুরাবির আইন) পঞ্জিকা
	অ্যাসেরীয়	৩৬০° কোণ অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ
	ক্যালডীয় নতুন ব্যাবিলনীয় সভ্যতা	ব্যাবিলনের শূণ্য উদ্যান (নির্মাতা- নেবুচাঁদ নেজার) (অবস্থান- ইরাক) ৭ দিনে সপ্তাহ
সিন্ধু সভ্যতা		

www.bcsourgoal.com.bd

www.bcsourgoal.com.bd

পাকিস্তানের মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পা ভারতীয় উপমহাদেশের প্রাচীন সভ্যতা আবিষ্কারক- রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায়, স্যার জন মার্শাল ও দয়ারাম সাহনী দ্রাবিড় জাতি সিন্ধু নদীর তীরে	
হিব্রু সভ্যতা জেরুজালেম নগরকেন্দ্রীক পৃথিবীর প্রাচীনতম ভাষা	ধর্ম প্রচার
পারস্য সভ্যতা পারস্য- বর্তমান ইরান	ধর্ম সংস্কার (জরথ্রুস্টবাদ)
ফিনিশীয় সভ্যতা	বর্ণমালা উদ্ভাবন নৌকা তৈরি ব্যবসা-বাণিজ্য

গৌতম বুদ্ধ

জন্মস্থান- কপিলাবস্তু রাজ্যের/নগরের লুম্বিনী গ্রাম (নেপাল)

পিতা- শুদ্ধোধন

মাতা- মায়াদেবী

বাল্য নাম/নিজের নাম- সিদ্ধার্থ

দিব্যজ্ঞান লাভ- ৩৫ বছর বয়সে

দিব্যজ্ঞান লাভ করেন- বোধিবৃক্ষের নিচে

মৃত্যুস্থান- কুশীনগর (নেপাল)

প্রথম সাম্রাজ্য- মৌর্য

প্রথম স্বাধীন রাজা- শশাঙ্ক

প্রথম স্বাধীন সুলতান- ফখরুদ্দীন মোবারক শাহ

শেষ হিন্দু রাজা- লক্ষণ সেন

উপমহাদেশে আলেকজান্ডারের আগমন

আলেকজান্ডার- গ্রিসের অধিবাসী

আলেকজান্ডার- মেসিডোনিয়ার রাজা

প্রথম আক্রমণ করেন- হিন্দুকুশ পর্বত

ভারত আক্রমণে সৈন্যসংখ্যা- ৪০ হাজার

আলেকজান্ডারের গৃহশিক্ষক- এরিস্টটল

www.bcsourgoal.com.bd

www.bcsourgoal.com.bd

মৌর্য সাম্রাজ্য

প্রতিষ্ঠাতা- চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য

রাজধানী- পাটলীপুত্র

প্রথম সর্বভারতীয় রাষ্ট্র/ ভারতীয় উপমহাদেশে প্রথম সাম্রাজ্য- মৌর্য সাম্রাজ্য

প্রথম সর্বভারতীয় রাষ্ট্র/ ভারতীয় উপমহাদেশে প্রথম সাম্রাজ্য স্থাপন করেন- চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য

সম্রাট অশোক- মৌর্য সম্রাট

কলিঙ্গ যুদ্ধের ভয়াবহতা দেখে অশোক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন

গুপ্ত সাম্রাজ্য

প্রতিষ্ঠাতা- চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য

গুপ্ত বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা- সমুদ্রগুপ্ত

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যর রাজধানী- পাটলীপুত্র

সমুদ্রগুপ্তের মুদ্রা- অশ্বমেধ পরিক্রমা

ফা-হিয়েন ভারতবর্ষে আসেন- দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের আমলে

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের উপাধি- বিক্রমাদিত্য, সিংহবীর

কালিদাস- গুপ্ত যুগের কবি

কালিদাসের মহাকাব্য- মেঘদূত

গৌড় বংশ

প্রথম ও শ্রেষ্ঠ রাজা- শশাঙ্ক

গৌড় রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা- শশাঙ্ক

শশাঙ্কের উপাধি- মহাসামন্ত, রাজাধিরাজ

শশাঙ্কের রাজধানী- কর্ণসুবর্ণ (মুর্শিদাবাদ)

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়- রাজা হর্ষবর্ধন

হর্ষবর্ধনের সভাকবি- বাণভট্ট

পাল বংশ

প্রতিষ্ঠাতা- গোপাল

শ্রেষ্ঠ রাজা- ধর্মপাল

পাল বংশের রাজারা রাজত্ব করেন- ৪০০ বছর

সোমপুর বিহার প্রতিষ্ঠা করেন- ধর্মপাল

সোমপুর বিহার- নওগাঁ জেলার পাহাড়পুর

পাল বংশের শেষ রাজা- রামপাল

www.bcsourgoal.com.bd

www.bcsourgoal.com.bd

সেন বংশ

প্রতিষ্ঠাতা- হেমন্ত সেন

শেষ্ঠ রাজা/সম্রাট- বিজয়সেন

বিজয় সেনের উপাধি- গৌড়েশ্বর

বল্লাল সেনের রচনা- দানসাগর, অদ্ভূত সাগর

সেন বংশের শেষ রাজা- লক্ষণ সেন

বাংলার শেষ হিন্দু রাজা- লক্ষণ সেন

লক্ষণ সেনের উপাধি- পরমেশ্বর, পরম ভট্টারক, মহারাজাধিরাজ

বখতিয়ার খিলজী বাংলা আক্রমণ করেন- ১২০৪ খ্রিস্টাব্দে

বিভিন্ন শাসনামলে বাংলার রাজধানী

মৌর্য বংশ	গৌড়
গুপ্ত বংশ	গৌড়
গৌড় (শশাঙ্ক)	কর্ণসুবর্ণ (মুর্শিদাবাদ)
মৌর্যযুগ	পুণ্ড্রবর্ধন (মহাস্থানগড়)
চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য	পাটলিপুত্র
ঈশা খাঁ	সোনারগাঁও
পুণ্ড্র জনপদ	পুণ্ড্রবর্ধন (মহাস্থানগড়)
লক্ষণ সেন	নদীয়া বা নবদ্বীপ
গুপ্ত রাজবংশ	বিদিশা

গজনী বংশ

সোমনাথ মন্দির আক্রমণ করেন- সুলতান মাহমুদ (১০২৬ খ্রিস্টাব্দ)

সুলতান মাহমুদের সভাকবি- ফেরদৌসী

ফেরদৌসীর অমর কাব্যগ্রন্থ- শাহনামা

ফেরদৌসীকে বলা হয়- প্রাচ্যের হোমার

সুলতান মাহমুদের দার্শনিক ও জ্যোতির্বিদ- আল বেরুনী

বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা

প্রথম বাংলা বিজয়- ইখতিয়ার উদ্দীন মোহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজী

বখতিয়ার খিলজী পরাজিত করেন- লক্ষণ সেন

বখতিয়ার খিলজী বাংলা বিজয় করেন- ১২০৪ সালে

স্বাধীন সুলতানী আমল

www.bcsourgoal.com.bd

www.bcsourgoal.com.bd

স্বাধীন সুলতানী আমল

স্বাধীন সুলতানী আমল		
ইলিয়াস শাহী বংশ	ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ ১ম স্বাধীন সুলতান	ইবনে বতুতার আসেন ইবনে বতুতা মরক্কোর অধিবাসী
	শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ বাংলার ১ম মুসলিম সুলতান	সকল জনপদ একত্রে 'বাংলা/বাঙ্গালা' অধিবাসী- 'শাহ-ই-বাঙ্গালা' আশ্রয় নেন- একডালা দূর্গে
	সুলতান সিকান্দার শাহ	নির্মাণ করেন- পাণ্ডুয়ার আদিনা মসজিদ ফিরোজ শাহের সঙ্গে যুদ্ধ করেন- একডালা দূর্গে
	গিয়াসউদ্দীন আযম শাহ	পারস্যের কবি হাফিজের সঙ্গে সুসম্পর্ক কবি হাফিজকে আমন্ত্রণ জানান চিনের সঙ্গে বাংলার সুসম্পর্ক ছিল
	(রাজা গণেশ; মাঝের কিছু সময় রাজা গণেশ ও তার বংশধররা শাসন করেন)	
	নাসিরউদ্দীন মাহমুদ শাহ	নির্মাণ করেন- ষাটগম্বুজ মসজিদ
হুসেন শাহী বংশ	আলাউদ্দীন হুসেন শাহ	নির্মাণ করেন- গৌড়ের ছোট সোনা মসজিদ
	নাসিরউদ্দীন নুসরাত শাহ	গৌড়ের বড় সোনা মসজিদ কদম রসুল
	গিয়াসউদ্দীন মাহমুদ শাহ শেষ স্বাধীন সুলতান	

২য় অংশ

মোঘল বংশ

বাবর

প্রতিষ্ঠাতা- জহির উদ্দীন মুহম্মদ বাবর (১৫২৬ খ্রিস্টাব্দ)

১৫২৬ সালে পানিপথের প্রথম যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত করে মোঘল বংশ প্রতিষ্ঠা করেন বাবর

বাবর- তুর্কি শব্দ; অর্থ- বাঘ

বাবরের আত্মজীবনী- তুযুক-ই-বাবর, বাবুরনামা

বাবরের কবর- আফগানিস্তানের কাবুলে

www.bcsourgoal.com.bd

www.bcsourgoal.com.bd

হুমায়ুন

হুমায়ুন শেরশাহের নিকট পরাজিত হয়
পরে আবার শেরশাহকে পরাজিত করে
বাংলাকে 'জান্নাতাবাদ' বলে ঘোষণা করেন
গ্রন্থাগারের সিঁড়ি থেকে পরে মারা যান

শেরশাহ

গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড তৈরি করেন
'ঘোড়ার ডাক' প্রচলন করেন
'দাম' মুদ্রা প্রচলন করেন

আকবর

মোঘল সম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ সম্রাট- আকবর
পুরো নাম- জহির উদ্দীন মুহম্মদ আকবর
দিল্লির সিংহাসনে বসেন- ১৩ বছর
'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থের রচয়িতা- আবুল ফজল
আকবরের অভিভাবক- বৈরাম খাঁ
আকবরের আমলে সমগ্র বাংলা পরিচিতি পায়- 'সুবহ-এ-বাঙ্গালা'
আকবর বাংলা বিজয় করেন- ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দ
বাংলা সন প্রবর্তন করেন (১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দের ১১ এপ্রিল থেকে)
দ্বীন-ই-এলাহী ধর্মের প্রবর্তক
মনসবদারী প্রথা প্রচলন করেন
জিজিয়া কর ও তীর্থকর রহিত করেন
রাজপুত নীতির প্রবর্তক
'বুলন্দ দরওয়াজা' নির্মাণ করেন
অমৃতস্বর স্বর্ণমন্দির নির্মাণ করেন
আকবরের রাজসভার- সঙ্গীতজ্ঞ- তানসেন; কৌতুককার- বীরবল
ইতিহাসে বিখ্যাত- 'মহামতি আকবর' নামে
মৃত্যুবরণ করেন- ১৬০৫ খ্রিস্টাব্দে

www.bcsourgoal.com.bd
www.bcsourgoal.com.bd

জাহাঙ্গীর

প্রকৃত নাম- সেলিম

জাহাঙ্গীরের স্ত্রী- নূরজাহান (প্রকৃত নাম- মেহের-উন-নিসা)

আগ্রার দূর্গ নির্মাণ করেন

জাহাঙ্গীরের আমলে বাংলার সুবেদার ছিলেন- ইসলাম খান

ইসলাম খান

ঢাকাকে বাংলার রাজধানী করেন (প্রথমবারের মতো) (১৬১০ সালে)

ঢাকার নাম রাখেন জাহাঙ্গীরনগর

দোলাই খাল খনন করেন (বুড়িগঙ্গার পূর্বনাম- দোলাই খাল/নদী)

ইসলাম খান বার ভূঁইয়াদের দমন করে বাংলাকে মোঘল সাম্রাজ্যে অন্তর্ভূক্ত করেন

শাহজাহান

ময়ূর সিংহাসন নির্মাণ করেন (শিল্পী- বেবাদল খান)

ময়ূর সিংহাসন লুট করেন- পারস্যের সম্রাট নাদির শাহ (এখন ইরানে/পারস্যে আছে)

তাজমহল নির্মাণ করেন (শিল্পী- ওস্তাদ ঈশা খাঁ)

তাজমহল- আগ্রা (যমুনা)

তাজমহল নির্মাণে ২০ হাজার কারিগর ২২ বছর কাজ করেন

তাজমহল নির্মাণে ব্যয় হয়- ৩ কোটি টাকা

দেওয়ান-ই-আম নির্মাণ করেন

দেওয়ান-ই-খাস নির্মাণ করেন

সালমার উদ্যান নির্মাণ করেন

লাল কেল্লা নির্মাণ করেন (ভারতের দিল্লীতে)

আওরঙ্গজেব

আওরঙ্গজেবের আমলে বাংলার শাসনকর্তা ছিলেন- শায়েস্তা খান

শায়েস্তা খানের সময়- টাকায় আট মণ চাল পাওয়া যেতো

শায়েস্তা খান চট্টগ্রামের নাম রাখেন ইসলামাবাদ

আওরঙ্গজেবের আমলে বাংলার আরেক শাসনকর্তা- মীর জুমলা

মীর জুমলার কামান- ওসমানী উদ্যানে সংরক্ষিত

মীর জুমলার কামানটি ব্যবহৃত হয়েছিল- আসাম যুদ্ধে

ঢাকা গেট তৈরি করেন- মীর জুমলা

মোঘল সাম্রাজ্যের পরবর্তী দুর্বল শাসক ও পতন

শেষ মোঘল সম্রাট- দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ

দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে নির্বাসন দেয়া হয়- ইয়াঙ্গুনে (রেঙ্গুনে)

www.bcsourgoal.com.bd

www.bcsourgoal.com.bd

সংক্ষেপে মোঘল আমল

সম্রাট	অবদান	বাংলার সুবাদার/শাসনকর্তা
বাবর	প্রতিষ্ঠাতা আত্মজীবনী- তুযুক-ই-বাবর, বাবুরনামা কবর- আফগানিস্তানের কাবুলে	
হুমায়ুন		
	শেরশাহ গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড তৈরি ‘ঘোড়ার ডাক’ প্রচলন	
আকবর	মোঘল সম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ সম্রাট বাংলা সন প্রবর্তন জিজিয়া কর ও তীর্থকর রহিত মনসবদারী প্রথা প্রচলন ‘বুলন্দ দরওয়াজা’ নির্মাণ অমৃতস্বর স্বর্ণমন্দির নির্মাণ	
জাহাঙ্গীর	আগ্রার দূর্গ নির্মাণ	ইসলাম খান ঢাকাকে বাংলার রাজধানী করেন (প্রথমবারের মতো) (১৬১০ সালে) ঢাকার নাম রাখেন জাহাঙ্গীরনগর
শাহজাহান	ময়ূর সিংহাসন নির্মাণ তাজমহল নির্মাণ তাজমহল- আগ্রা দেওয়ান-ই-আম দেওয়ান-ই-খাস লাল কেল্লা নির্মাণ করেন (ভারতের দিল্লীতে)	
আওরঙ্গজেব		শায়েস্তা খান শায়েস্তা খানের সময়- টাকায় আট মণ চাল পাওয়া যেতো চট্টগ্রামের নাম রাখেন ইসলামাবাদ মীর জুমলা ঢাকা গেট তৈরি মীর জুমলার কামান- ওসমানী উদ্যানে সংরক্ষিত
মোঘল সাম্রাজ্যের পরবর্তী দুর্বল শাসক ও পতন		
দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ	শেষ মোঘল সম্রাট	

www.bcsourgoal.com.bd

www.bcsourgoal.com.bd

বার ভূঁইয়া

বার ভূঁইয়াদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী ছিলেন- ঈশা খাঁ

ইশা খাঁর রাজধানী- সোনারগাঁও

অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ- কন্দর্প নারায়ণ (চন্দ্রদ্বীপ/বরিশাল), কংস নারায়ণ (নাটোর)

ইউরোপীয়দের আগমন ও বৃটিশ আমল

বাংলায় ইউরোপীয়দের আগমন

ক্রমানুসারে জাতির নাম	গুরুত্বপূর্ণ তথ্য
পর্তুগিজ	ভারতের আসার জলপথ আবিষ্কার (১৪৮৭ সালে) ১৪৮৭ সালে- বার্থলোমিউ দিয়াজ উত্তমাশা অন্তরীপে পৌছান ভাস্কো দা গামা সেই পথ দিয়ে ভারতবর্ষে আসেন- ১৪৯৮ সালে ভাস্কো দা গামা কালিকট বন্দরে আসেন ভারতে আসতে ভাস্কো দা গামা আরব নাবিকদের সাহায্য নেন ইউরোপীয়দের মধ্যে প্রথম ভারতে আসে ও ঘাঁটি স্থাপন করে ঘাঁটি স্থাপন করে- ১৫১৬ সালে
ওলন্দাজ	ডাচ বা নেদারল্যান্ডের অধিবাসীদের ওলন্দাজ বলা হয়
দিনেমার	ডেনমার্কের অধিবাসীদের দিনেমার বলা হয়
ইংরেজ	ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি গঠন- ১৬০০ সালে উদ্দেশ্য ছিল- ব্যবসা করা উপমহাদেশে/বাংলায় ইংরেজদের প্রথম কুঠি- সুরাটে (১৬০৮ সালে) কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম দূর্গ স্থাপন- ১৭০০ সালে
ফরাসি	ইউরোপীয়দের মধ্যে সবার শেষে আসে উদ্দেশ্য ছিল সাম্রাজ্য স্থাপন

www.bcsourgoal.com.bd

www.bcsourgoal.com.bd

বাংলার প্রথম নবাব- মুর্শিদকুলী খান

বাংলার রাজধানী ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে স্থানান্তর করেন- মুর্শিদকুলী খান

সিরাজ-উদ-দৌলার বীরত্ব, মীর জাফর গংয়ের বিশ্বাসঘাতকতা ও বাংলায় ইংরেজ প্রভূত্ব প্রতিষ্ঠা

সিরাজ-উদ-দৌলা

বাংলার নবাব হন- ১৭৫৬ সালে

বাংলার প্রথম স্বাধীন নবাব- মুর্শিদকুলী খান

বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব- সিরাজ-উদ-দৌলা

কলকাতার নাম রাখেন- আলিনগর

অন্ধকূপ হত্যা(১৭৫৬)

একটি মিথ্যা অভিযোগ

হলওয়ে সিরাজ-উদ-দৌলার বিরুদ্ধে বৃটিশদের ফোর্ট উইলিয়াম দূর্গে ১২৩ জন ইংরেজকে আটকে রেখে নির্মমভাবে হত্যার মিথ্যা অভিযোগ/কাহিনী প্রচার করে। এটাই ইতিহাসে অন্ধকূপ হত্যা নামে পরিচিত। পরবর্তীতে এটা মিথ্যা প্রমাণ করা হয়। এই অভিযোগের ভিত্তিতে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার বিরুদ্ধে ইংরেজরা যুদ্ধ করে।

পলাশীর যুদ্ধ (২৩ জুন, ১৭৫৭; পলাশীর প্রাণতর)

পক্ষ- বাংলার নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা ও ইংরেজ সেনাপতি রবার্ট ক্লাইভ

পরাজিত পক্ষ- বাংলার নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা

সিরাজ-উদ-দৌলার পরাজয়ের মূল কারণ- প্রধান সেনাপতি মীর জাফরের বিশ্বাসঘাতকতা

সিরাজ-উদ-দৌলার পরাজয়ের অন্যান্য কারণ-

সিরাজ-উদ-দৌলার হত্যাকারী- মোহাম্মদী বেগ

বক্সারের যুদ্ধ

সময়- ১৭৬৪ সাল

পক্ষ- ইংরেজ ও মীর কাসিম

পরাজিত পক্ষ- মীর কাসিম

www.bcsourgoal.com.bd

www.bcsourgoal.com.bd

বৃটিশ ভাইসরয়দের গুরুত্বপূর্ণ কাজ/অবদান/ঘটনা :

নাম	কাজ/অবদান/ঘটনা	সাল
লর্ড ক্লাইভ	দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন (মোঘল সম্রাট শাহ আলমের সঙ্গে চুক্তি করেন)	১৭৬৫
লর্ড কার্টিয়ার	'৭৬-র মন্বন্তর	১৭৭০ (১১৭৬বঙ্গাব্দ)
লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংস ১ম গভর্নর জেনারেল	দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা রহিত	১৭৭২
	৫ শালা বন্দোবস্ত	
	১ শালা বন্দোবস্ত	
	রাজধানী মুর্শিদাবাদ থেকে কোলকাতায় স্থানান্তর	
	রাজস্ব বোর্ড গঠন	
লর্ড কর্নওয়ালিস	দশশালা বন্দোবস্ত	১৭৯০
	চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত + সূর্যাস্ত আইন	১৭৯৩
	সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা	
লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক	সতীদাহ প্রথা বিলোপ (রাজা রামমোহন রায়)	১৮২৯
	আদালতে আরবির বদলে ফার্সি ভাষা প্রচলন	১৮৩৫
লর্ড ডালহৌসি	রেল যোগাযোগ	১৮৫৩
	বিধবা বিবাহ (ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর)	১৮৫৬
	স্বত্ববিলোপ নীতি	
লর্ড ক্যানিং	কাগজের মুদ্রা প্রচলন	১৮৫৭
	সিপাহী বিদ্রোহ	১৮৫৭
	ক্ষমতা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাত থেকে সরাসরি রাণী ভিক্টোরিয়ার হাতে	১৮৫৮
	পুলিশ সার্ভিস	১৮৬১
	১ম বাজেট	১৮৬১
লর্ড রিপন 'ভারতের বন্ধু'খ্যাত	১ম আদমশুমারি	১৮৬১
লর্ড কার্জন	বঙ্গভঙ্গ / নতুন বাংলা প্রদেশের রাজধানী- ঢাকা	১৯০৫
	বাংলা প্রদেশের ১ম লেফটেন্যান্ট গভর্নর- ব্যামফিল্ড ফুলার	১৯০৫
লর্ড হার্ডিঞ্জ(২য়)	বঙ্গভঙ্গ রদ	১৯১১
	রাজধানী কোলকাতা হতে দিল্লীতে স্থানান্তর	
	হার্ডিঞ্জ ব্রিজ (পদ্মা)	১৯১৫
লর্ড লিনলিথগো	ভারত ছাড় আন্দোলন	১৯৪২
	পঞ্চাশের মন্বন্তর	১৯৪৩(১৩৫০বঙ্গাব্দ)
লর্ড মাউন্টব্যাটেন সর্বশেষ বৃটিশ গভর্নর		

www.bcsourgoal.com.bd

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন :

আন্দোলন	সময়কাল	প্রধান নেতা	গুরুত্বপূর্ণ তথ্য
ফকির আন্দোলন		ফকির মজনু শাহ অন্যান্য- ভবানী পাঠক	
তিতুমীরের আন্দোলন		তিতুমীর প্রকৃত নাম- সৈয়দ নিসার আলী মৃত্যু- ১৮৩১ ১ম বাঙালি শহীদ	বাঁশের কেল্লা- নারিকেলবাড়িয়ায় ধ্বংস হয়- ১৮৩১ সালে
ফরায়েজী আন্দোলন		হাজী শরীয়তউল্লাহ জন্ম- ১৭৮১; শরীয়তপুরে মৃত্যু- ১৮৪০ পরবর্তী নেতা- দুদু মিয়া (হাজী শরীয়তউল্লাহর পুত্র)	
সিপাহী বিদ্রোহ	১৮৫৭		শুরু হয়- ব্যারাকপুর থেকে এনফিল্ড রাইফেলের চর্বির টোটায় গরু ও শূকরের মাংস মেশানোর গুজব ফলাফল- ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের অবসান ঘটে। ভারত সরাসরি রাণী ভিক্টোরিয়ার শাসনাধীন হয়।
নীল বিদ্রোহ	অবসান ঘটে- ১৮৬০		ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লব হয় ১৮ শতকের শেষের দিকে গুরুত্বপূর্ণ বই(নাটক)- নীল দর্পণ (দীনবন্ধু মিত্র)
চাকমা বিদ্রোহ	১৭৭৬-৮৭	জুম্মা খান	
সাঁওতাল বিদ্রোহ	১৮৫৫-৫৬	২ ভাই- কানু আর সিদু	

বৃটিশ আমলে ধর্ম ও সমাজ সংস্কারকগণ :

রাজা রামমোহন রায়	'ব্রাহ্ম সমাজ' প্রতিষ্ঠা- ১৮২৮ 'ব্রাহ্ম ধর্ম' প্রবর্তন (একেশ্বরবাদ প্রবর্তন ও প্রচার) সতীদাহ প্রথা রহিতকরণে ভূমিকা- ১৮২৯ (লর্ড বেন্টিঙ্কের আমলে) রাজা উপাধি দেন- সম্রাট দ্বিতীয় আকবর
হাজী মুহম্মদ মুহসীন	হুগলির ইমামবাড়া নির্মাণ করেন মুসলমানদের শিক্ষার জন্য সর্বস্ব দান করেন
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	বিধবা বিবাহ প্রচলনে ভূমিকা- ১৯৫৬ (লর্ড ডালহৌসী) নিযুক্ত ছিলেন- ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ, সংস্কৃত কলেজ
নওয়াব আব্দুল লতিফ	'মোহামেডান লিটারেরি সোসাইটি' প্রতিষ্ঠা- ১৮৬৩

www.bcsourgoal.com.bd
www.bcsourgoal.com.bd

	মুসলিম সাহিত্য সমাজ- ১৮৬৩ ১ম মুসলমান আইন পরিষদের সদস্য
সৈয়দ আমীর আলী	সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান অ্যাসোসিয়েশন- ১৮৭৭ ভারতীয় উপমহাদেশের ১ম প্রিভি কাউন্সিল সদস্য গ্রন্থ- 'দি স্পিরিট অফ ইসলাম', 'এ শর্ট হিস্টোরি অফ দি সেরাসিনম'
স্যার সৈয়দ আহমদ খান	আলীগড় আন্দোলন আলীগড় অ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজ- ১৮৭৭ আলীগড় মোহামেডান এডুকেশন কনফারেন্স- ১৮৮৬

গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সংগঠন :

কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা- ১৮৮৫

প্রতিষ্ঠাতা- এ্যালান অক্টোভিয়ান হিউম

মুসলিম লীগ- ১৯০৬

প্রতিষ্ঠাতা- নবাব সলিমুল্লাহ

প্রকৃত নাম- নিখিল ভারত মুসলিম লীগ

বৃটিশ আমলে রাজনৈতিক আন্দোলন ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা :

অহিংসা ও অসহযোগ আন্দোলনের প্রবক্তা- মহাত্মা গান্ধী

মহাত্মা গান্ধীর প্রকৃত নাম- মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী

জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড ঘটে- ১৯১৯

রবীন্দ্রনাথ 'নাইট' উপাধি প্রত্যাখ্যান করেন- জালিওয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে

খেলাফত আন্দোলন সংঘটিত হয়- ১৯২০ সালে

নেতৃত্ব দেন- মাওলানা মুহম্মদ আলী ও মাওলানা শওকত আলী

বৃটিশদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র আন্দোলন করেন- মাস্টারদা সূর্যসেন

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করেন- ১৮ এপ্রিল, ১৯৩০

মাস্টারদা'কে ফাঁসি দেয়া হয়- ১৯৩১

সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের অভিযোগে ফাঁসি দেয়া হয়- ক্ষুদিরামকে

'প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার' জড়িত ছিলেন- মাস্টারদা সূর্যসেনের সঙ্গে বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে

ভারত ছাড় আন্দোলনের সূচনা হয়- ১৯৪২

বাংলায় দূর্ভিক্ষ/পঞ্চাশের মন্বন্তর- ১৯৪৩ (১৩৫০ বঙ্গাব্দ)

দ্বি-জাতিতত্ত্বের প্রবক্তা- মুহম্মদ আলী জিন্নাহ (১৯৩৯)

লাহোর প্রস্তাবের প্রবক্তা- এ কে ফজলুল হক (১৯৪০)

ঋন সালিসী আইন- এ কে ফজলুল হক

বাংলার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী/অবিভক্ত বাংলার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী- এ কে ফজলুল হক

ভারত বিভক্তির সময় বাংলার প্রধানমন্ত্রী- হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী

www.bcsourgoal.com.bd
www.bcsourgoal.com.bd

ভারত-পাকিস্তান বিভক্তির জন্য গঠিত কমিশন- র‍্যাডক্লিফ কমিশন (লিঙ্ক : সীমান্ত লাইন, র‍্যাডক্লিফ লাইন)
ভারত-পাকিস্তান বিভক্তির সময় বৃটিশ গভর্নর- লর্ড মাউন্টব্যাটেন
পাকিস্তান স্বাধীন হয়- ১৪ আগস্ট ১৯৪৭
ভারত স্বাধীন হয়- ১৫ আগস্ট ১৯৪৭

পাকিস্তান আমল

বাংলাদেশ পাকিস্তানের অন্তর্ভূক্ত ছিল- ২৪ বছর
পাকিস্তানের জাতির জনক- জিন্নাহ
জিন্নাহ'র উপাধি- কায়েদে আজম
স্বাধীন পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল- মুহম্মদ আলী জিন্নাহ
পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী- লিয়াকত আলী খান
ভাষা আন্দোলনের সময় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী- খাজা নাজিমউদ্দীন
পাকিস্তানের প্রথম প্রেসিডেন্ট- ইস্কান্দার মির্জা
প্রথম সামরিক আইন জারি করেন- ইস্কান্দার মির্জা (১৯৫৮)
ইস্কান্দার মির্জাকে সরিয়ে নিজেই প্রেসিডেন্ট হন- জেনারেল আইয়ুব খান
আইয়ুব খান পদত্যাগ করলে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হন- আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান
পূর্ববঙ্গ প্রদেশের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী- খাজা নাজিমউদ্দীন
(অবিভক্ত বাংলার অর্থাৎ বৃটিশ আমলের বাংলা প্রদেশের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী- এ কে ফজলুল হক)
ভাষা আন্দোলনের সময় পূর্ববঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী- নুরুল আমিন

ভাষা আন্দোলন :

গণপরিষদে প্রথম বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানান- ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত
'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু' বইটির লেখক- ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
'উর্দু এবং উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা'- মুহম্মদ আলী জিন্নাহ, ১৯৪৮
ভাষা আন্দোলনের সময় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী- খাজা নাজিমউদ্দীন
ভাষা আন্দোলনের সময় পূর্ববঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী- নুরুল আমিন
কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়- ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২
কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন- শহীদ শফিউরের বাবা
'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি'- প্রভাত ফেরীর গান
গানটির গীতিকার- আবদুল গাফফার চৌধুরী
গানটির সুরকার- আলতাফ মাহমুদ
গানটির শিল্পী- আব্দুল লতিফ

www.bcsourgoal.com.bd
www.bcsourgoal.com.bd

২১ দফা দাবি পেশ করে- যুক্তফ্রন্ট

৬ দফা দাবি পেশ করেন- শেখ মুজিবুর রহমান

১১ দফা দাবি পেশ করে- ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ :

প্রতিষ্ঠিত- ১৯৪৯

প্রথম সভাপতি- মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী

প্রতিষ্ঠাকালীন যুগ্ম সম্পাদক- শেখ মুজিবুর রহমান

শেখ মুজিবুর রহমান সভাপতি নির্বাচিত হন- ১৯৬৬ সালে

'বাংলাদেশ আওয়ামী মুসলিম লীগ' থেকে 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দেয়া হয়- ১৯৫৫ সালে

ভাসানী ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (NAP) গঠন করেন- ১৯৫৭ সালে

৬ দফা আন্দোলন :

৬ দফা ঘোষণা করেন- শেখ মুজিবুর রহমান

৬ দফা ঘোষণা করেন- ২৩ মার্চ, ১৯৬৬

৬ দফা ঘোষণা করেন- লাহোরে

৬ দফার ভিত্তি- লাহোর প্রস্তাব

৬ দফা পরিচিত- 'বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ' হিসেবে

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা :

মামলার মূল নাম- 'রাষ্ট্রদ্রোহিতা বনাম শেখ মুজিব ও অন্যান্য'

প্রধান আসামি- শেখ মুজিবুর রহমান

মোট আসামি- ৩৫ জন

মামলা দায়ের করা হয়- ৩ জানুয়ারি ১৯৬৮

মামলার অন্যতম আসামি সার্জেন্ট জহুরুল হককে কারাগারে গুলি করে হত্যা করা হয় (১৯৬৯)

আগরতলা ষড়যন্ত্র ফাঁস করে দেন- আমির হোসেন

শহীদ আসাদ নিহত হয়- ২০ জানুয়ারি ১৯৬৯

মামলা প্রত্যাহার করা হয়- ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

মামলা প্রত্যাহার করা হয়- জনগণের চাপে

শেখ মুজিবকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি দেন- তোফায়েল আহমেদ

শেখ মুজিবকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি দেয়া হয়- ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

শেখ মুজিবকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি দেয়া হয়- রেসকোর্স ময়দানে

'বাংলাদেশ' নামকরণ করেন- শেখ মুজিবুর রহমান

শেখ মুজিবুর রহমানকে 'জাতির জনক' বলে ঘোষণা করা হয়- ৩ মার্চ ১৯৭১

শেখ মুজিবুর রহমানকে 'জাতির জনক' বলে ঘোষণা করেন- আ স ম আব্দুর রব

শেখ মুজিবুর রহমানকে 'জাতির জনক' বলে ঘোষণা করা হয়- পল্টন ময়দানে

www.bcsourgoal.com.bd

www.bcsourgoal.com.bd

বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন- শেখ মুজিবুর রহমান, ২৫ মার্চ দিবাগত রাতে
(পরে ২৬ মার্চ চট্টগ্রামের আওয়ামী নেতা এম এ হান্নান চট্টগ্রাম বেতার থেকে শেখ মুজিবের পক্ষ থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচার করেন। ২৭ মার্চ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে শেখ মুজিবের পক্ষ থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচার করেন তৎকালীন মেজর জিয়াউর রহমান।)
স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রথম স্বাধীনতার ঘোষণা দেন- জিয়াউর রহমান

বাংলাদেশ স্বাধীন হয়- ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১

মুক্তিযুদ্ধ

শেখ মুজিবুর রহমান ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ দেন- রেসকোর্স ময়দানে
অপারেশন সার্চলাইট- ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতের ঘটনা
বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন- শেখ মুজিবুর রহমান, ২৫ মার্চ দিবাগত রাতে
(পরে ২৬ মার্চ চট্টগ্রামের আওয়ামী নেতা এম এ হান্নান চট্টগ্রাম বেতার থেকে শেখ মুজিবের পক্ষ থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচার করেন। ২৭ মার্চ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে শেখ মুজিবের পক্ষ থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচার করেন তৎকালীন মেজর জিয়াউর রহমান।)
স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রথম স্বাধীনতার ঘোষণা দেন- জিয়াউর রহমান
স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র স্থাপিত হয়- ২৬ মার্চ, ১৯৭১; চট্টগ্রামের কালুরঘাটে

মুজিবনগর সরকার :

মুজিবনগর সরকার গঠিত হয়- ১০ এপ্রিল ১৯৭১; শপথ নেয়- ১৭ এপ্রিল ১৯৭১
প্রথম স্বাধীন বাংলাদেশের সরকার গঠিত হয়- ১৭ এপ্রিল, ১৯৭১
বাংলাদেশ প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করা হয়- ১৭ এপ্রিল ১৯৭১
অস্থায়ী সরকারকে শপথ বাক্য পাঠ করান- অধ্যাপক ইউসুফ আলী (১৭ এপ্রিল)
স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করেন- অধ্যাপক ইউসুফ আলী (১৭ এপ্রিল)
স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করা হয়- মেহেরপুর জেলার মুজিবনগরে
মুজিবনগরের অস্থায়ী সরকারের সদস্য- ৬ জন
রাষ্ট্রপতি (সরকার প্রধান)- শেখ মুজিবুর রহমান
অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি/প্রেসিডেন্ট- সৈয়দ নজরুল ইসলাম
প্রধানমন্ত্রী- তাজউদ্দীন আহমেদ
অর্থমন্ত্রী- ক্যাপ্টেন মনসুর আলী
মুজিবনগর অবস্থিত- মেহেরপুরে
মুজিবনগরের পুরাতন নাম- বৈদ্যনাথতলার ভবেরপাড়া

www.bcsourgoal.com.bd
www.bcsourgoal.com.bd

মুজিবনগর নামকরণ করেন- তাজউদ্দীন আহমেদ

মুজিবনগর সরকার গঠিত হয়- ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল

অস্থায়ী সরকারের সচিবালয়- ৮, থিয়েটার রোড, কলকাতা

প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলে- ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট

মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক- জেনারেল এম এ জি ওসমানী

জেনারেল ওসমানীকে মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক পদে নিয়োগ দেয়া হয়- ১৮ এপ্রিল, ১৯৭১

বিমান বাহিনীর প্রধান- ক্যাপ্টেন এ কে খন্দকার

মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশকে- ১১টি সেক্টরে ভাগ করা হয়েছিলো

নৌ-বাহিনীর অধীনে ছিল- ১০ নং সেক্টর (সকল নদী ও বঙ্গোপসাগর)

১০ নং সেক্টরে কোনো সেক্টর কমান্ডার ছিল না

চট্টগ্রাম- ১ নং সেক্টর

ঢাকা- ২ নং সেক্টর

রাজশাহী- ৭ নং সেক্টর

মুজিব নগর- ৮ নং সেক্টর

সুন্দরবন- ৯ নং সেক্টর

সেক্টর	অঞ্চল	বীরশ্রেষ্ঠ
১ নং সেক্টর	চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম	বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আব্দুর রব
২ নং সেক্টর	ঢাকা, নোয়াখালী, ফরিদপুর ও কুমিল্লার অংশবিশেষ	
৩ নং সেক্টর	কুমিল্লা, কিশোরগঞ্জ ও হবিগঞ্জ	
৪ নং সেক্টর	মৌলভীবাজার ও সিলেটের পূর্বাংশ	
৫ নং সেক্টর	সিলেট ও সুনামগঞ্জ	
৬ নং সেক্টর	রংপুর (বিভাগ)	
৭ নং সেক্টর	রাজশাহী (বিভাগ)	বীরশ্রেষ্ঠ মহিউদ্দীন
৮ নং সেক্টর	কুষ্টিয়া, যশোর থেকে খুলনা, সাতক্ষীরা	বীরশ্রেষ্ঠ মোস্তফা কামাল
৯ নং সেক্টর	সুন্দরবন ও বরিশাল (বিভাগ)	
১০ নং সেক্টর	সকল নৌপথ ও সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চল	বীরশ্রেষ্ঠ রুহুল আমিন
১১ নং সেক্টর	ময়মনসিংহ	

www.bcsourgoal.com.bd

www.bcsourgoal.com.bd

বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমান- কোনো সেক্টরে ছিলেন না

বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আব্দুর রব- ১ নং সেক্টরে যুদ্ধ করেন

বীরশ্রেষ্ঠ মহিউদ্দীন- ৭ নং সেক্টরে যুদ্ধ করেন

বীরশ্রেষ্ঠ মোস্তফা কামাল- ৮ নং সেক্টরে যুদ্ধ করেন

বীরশ্রেষ্ঠ রুহুল আমিন- ১০ নং সেক্টরে যুদ্ধ করেন

এছাড়াও ব্রিগেড আকারে ফোর্স গঠন করা হয়েছিলো- ৩টি

১. এস ফোর্স : মেজর শফিউল্লাহর নেতৃত্বাধীন

২. কে ফোর্স : মেজর খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বাধীন

৩. জেড ফোর্স : মেজর জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বাধীন

এছাড়াও দেশের অভ্যন্তর থেকে যে সব বাহিনী মুক্তিযুদ্ধে অত্যন্ত সক্রিয় ছিল-

১. টাঙ্গাইলের কাদের সিদ্দিকীর নেতৃত্বাধীন কাদেরিয়া বাহিনী

২. বরিশালের হেমায়েত বাহিনী

৩. কমরেড তোহা

৪. সিরাজ সিকদার

৫. মুজিব বাহিনী (বি.এল.এফ) (প্রধান প্রশিক্ষক- হাসানুল হক ইনু)

বিদেশের মিশনে প্রথম বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়- কলকাতায়

বাংলাদেশের বিরোধীতা করে- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীন

বাংলাদেশকে সহায়তা করে- রাশিয়া

ভারত-বাংলাদেশ যৌথবাহিনী গঠন- ২১ নভেম্বর ১৯৭১

ভারত-বাংলাদেশ মিত্রবাহিনীর প্রধান- ফিল্ড মার্শাল স্যাম মানেকশ

ভারত-বাংলাদেশ যৌথবাহিনীর সেনাধ্যক্ষ- জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা

পাকিস্তান বাহিনীর প্রধান- জেনারেল এ এ কে নিয়াজী

প্রথম শত্রুমুক্ত জেলা- যশোর (৭ ডিসেম্বর)

পাকিস্তান আত্মসমর্পণ করে- ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১

আত্মসমর্পণ দলিলে স্বাক্ষর করে- রেসকোর্স ময়দানে

বাংলাদেশের পক্ষে দলিলে স্বাক্ষর করে- যৌথবাহিনী প্রধান জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা

পাকিস্তানের পক্ষে দলিলে স্বাক্ষর করে- জেনারেল এ এ কে নিয়াজী

মুক্তিবাহিনীর পক্ষে উপস্থিত ছিলেন/নেতৃত্ব দেন- এয়ার কমোডর এ কে খন্দকার

মোট ৯৩ হাজার পাকিস্তানি সৈন্য আত্মসমর্পণ করে

www.bcsourgoal.com.bd

www.bcsourgoal.com.bd

মুক্তিযুদ্ধে অবদান/বীরত্ব প্রদর্শনের জন্যে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার- ৪টি

বীরশ্রেষ্ঠ- ৭ জন

বীরউত্তম- ৬৮ জন

বীরবিক্রম- ১৭৫ জন

বীরপ্রতীক- ৪২৬ জন

জীবিত ব্যক্তিকে প্রদত্ত সর্বোচ্চ বীরত্বসূচক পদবী- বীরউত্তম

সাতজন বীরশ্রেষ্ঠের নামে ৭টি পুকুর খনন করা হয়েছে- সুন্দরবনে

বীরশ্রেষ্ঠ রুহুল আমিনের কোন কবর নেই/মতান্তরে রূপসা নদীর তীরে কবর দেয়া হয়

বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমানের কবর করাচি থেকে আনা হয় (২০০৬)

বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমানের কবর আনা হয় আসামের আমবাসা থেকে (২০০৭)

বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমান যে বিমানটি ছিনিয়ে আনছিলেন- টি-৩৩ (ছদ্মনাম ব্লু বার্ড)

খেতাবপ্রাপ্ত নারী মুক্তিযোদ্ধা- ২ জন (২ জনই বীরপ্রতীক) (সেতারা বেগম ও তারামন বিবি)

নারী মুক্তিযোদ্ধা- সেতারা বেগম, তারামন বিবি ও কাঁকন বিবি

সর্বকনিষ্ঠ খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা- শহীদুল ইসলাম চৌধুরী (মুক্তিযুদ্ধের সময় তাঁর বয়স-১২ বছর)

একমাত্র আদিবাসী/উপজাতি খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা- ইউ কে চিং (বীর বিক্রম)

একমাত্র বিদেশি বীরপ্রতীক- ডব্লিউ এ এস ওডারল্যান্ড (অস্ট্রেলিয়া; জন্ম নেদারল্যান্ড)

ওডারল্যান্ড মারা যান- ১৮ মে ২০০১ সালে

বিদেশি সাংবাদিক সাইমন ড্রিং প্রথম পাক বর্বরতার খবর বহির্বিশ্বে প্রকাশ করেন

মুক্তিযুদ্ধে মারা যাওয়া বিদেশি- মাদার মারিও ভেরেনজি (ইতালি)

মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের আগ্রহ প্রকাশ করেন- ফরাসি সাহিত্যিক আদ্রেঁ মায়ারা

১৯৭১ সালে অনুষ্ঠিত 'কনসার্ট ফর বাংলাদেশ'-এর প্রধান শিল্পী- জর্জ হ্যারিসন (ইংল্যান্ড/বৃটেন)

কনসার্ট ফর বাংলাদেশ আয়োজন করেন- জর্জ হ্যারিসন (USA) ও পণ্ডিত রবিশংকর (ভারত)

কনসার্ট ফর বাংলাদেশ আয়োজনে সহায়তা করে- ফোবানা

কনাসর্ট ফর বাংলাদেশ আয়োজিত হয়- ১ আগস্ট ১৯৭১

কনাসর্ট ফর বাংলাদেশ আয়োজিত হয়- নিউইয়র্কের ম্যাডিসন স্কয়ারে

জর্জ হ্যারিসনের ব্যান্ডের নাম- বিটলস (ইংল্যান্ড/ বৃটিশ ব্যান্ড)

'সেপ্টেম্বর অন যশোর রোড' রচনা করেছেন- কবি অ্যালেন গিন্সবার্গ

অর্থ সংগ্রহের জন্য কবিতা পাঠের আয়োজন করেন- অ্যালেন গিন্সবার্গ (আমেরিকা) ও ইয়েভগেনি ইয়েভ তুসোস্কোর (রাশিয়া)

বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানকারী প্রথম দেশ- ভারত

বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানকারী প্রথম আরব দেশ- ইরাক

বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানকারী প্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশ- পোল্যান্ড

বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানকারী প্রথম ইউরোপীয় দেশ- পোল্যান্ড

বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানকারী প্রথম অনারব মুসলিম দেশ- মালয়েশিয়া

বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানকারী প্রথম আফ্রিকান দেশ- সেনেগাল

www.bcsourgoal.com.bd

বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানকারী প্রথম ওশেনিয়ান (অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের) দেশ- টোঙ্গা

বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানকারী দ্বিতীয় দেশ- ভূটান

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়- ১৯৭২ সালে

পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়- ১৯৭৮ সালে

স্বীকৃতি দানকারী দেশসমূহ :

প্রথম	দেশ/দক্ষিণ এশিয় দেশ	ভারত
	আরব দেশ	ইরাক
	সমাজতান্ত্রিক/ইউরোপীয় দেশ	পোল্যান্ড
	অনারব মুসলিম দেশ	মালয়েশিয়া
	আফ্রিকান দেশ	সেনেগাল
	ওশেনিয়ান দেশ	টোঙ্গা
	দ্বিতীয় দেশ	ভূটান

পাকবাহিনী বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করে- ১৪ ডিসেম্বর ১৯৭১

মুক্তিযোদ্ধা দিবস- ১ ডিসেম্বর

মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘর- ঢাকার সেগুনবাগিচায়

মুক্তিযোদ্ধা সংসদ প্রতিষ্ঠা করেন- শেখ মুজিবুর রহমান

মুক্তিযোদ্ধা সংসদের পত্রিকা- মুক্তিবার্তা (সাপ্তাহিক)

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র

মুক্তিযুদ্ধপূর্ব, ভাষা আন্দোলনভিত্তিক চলচ্চিত্র	
জীবন থেকে নেয়া	জহির রায়হান
Let their be light (documentary)	জহির রায়হান
মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র (feature film)	
ওরা ১১ জন	চাষী নজরুল ইসলাম
অরুণোদয়ের অগ্নিসাক্ষী	সুভাষ দত্ত
আবার তোরা মানুষ হ	খান আতাউর রহমান
ধীরে বহে মেঘনা	আলমগীর কবির
আলোর মিছিল	নরায়ণ ঘোষ মিতা
সংগ্রাম	চাষী নজরুল ইসলাম
আগুনের পরশমণি	হুমায়ুন আহমেদ
এখনও অনেক রাত	খান আতাউর রহমান

www.bcsourgoal.com.bd

www.bcsourgoal.com.bd

হাঙ্গর নদী গ্রেনেড	চাষী নজরুল ইসলাম
আমার বন্ধু রাশেদ	মোরশেদুল ইসলাম
গেরিলা	নাসির উদ্দীন ইউসুফ বাচ্চু
মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র (short film)	
একাত্তরের যীশু	নাসির উদ্দীন ইউসুফ বাচ্চু
নদীর নাম মধুমতী	তানভীর মোকাম্মেল
হুলিয়া	তানভীর মোকাম্মেল
পতাকা	এনায়েত করিম বাবুল
আগামী	মোরশেদুল ইসলাম
দুরন্ত	খান আখতার হোসেন
ধূসর যাত্রা	সুমন আহমেদ
আমরা তোমাদের ভুলব না	হারুনুর রশীদ
শরৎ একাত্তর	মোরশেদুল ইসলাম
মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রামাণ্যচিত্র (documentary)	
Stop Genocide	জহির রায়হান
A State is Born	জহির রায়হান
A State in Born	জহির রায়হান
মুক্তির গান	তারেক মাসুদ ও ক্যাথরিন মাসুদ
মুক্তির কথা	তারেক মাসুদ ও ক্যাথরিন মাসুদ
স্মৃতি '৭১	তানভীর মোকাম্মেল

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গ্রন্থ ও উপন্যাস :

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গ্রন্থ	
বাংলাদেশ কথা কয়	আবদুল গাফফার চৌধুরী
বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ	রামেন্দ্র মজুমদার
একাত্তরের রণাঙ্গন	শামসুল হুদা চৌধুরী
একাত্তরের যীশু	শাহরিয়ার কবির
একাত্তরের ঢাকা	সেলিনা হোসেন
একাত্তরের বর্ণমালা	এম আর আখতার মুকুল
একাত্তরের ডায়েরি	জাহানারা ইমাম
আমি বিজয় দেখেছি	এম আর আখতার মুকুল
আমি বীরাঙ্গনা বলছি	নীলিমা ইব্রাহিম

www.bcsourgoal.com.bd
www.bcsourgoal.com.bd

আমার কিছু কথা	শেখ মুজিবুর রহমান
বঙ্গবন্ধু হত্যার দলিলপত্র	অধ্যাপক আবু সাইয়ীদ
মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সংকলন	হাসান হাফিজুর রহমান
সেই সব দিন	মুনতাসির মামুন
দ্য লিবারেশন অব বাংলাদেশ	সুখবন্ত সিং
দ্য রেপ অব বাংলাদেশ	রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম	গাজীউল হক
ফেরারী সূর্য	রাবেয়া খাতুন
লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে	মেজর রফিকুল ইসলাম
মুক্তিযুদ্ধ ও তারপর	ড. আনিসুজ্জামান
বিজয় ৭১	এম আর আখতার মুকুল
দুইশত ছেষট্টি দিনে স্বাধীনতা	মোহাম্মদ নুরুল কাদির
আমার একাত্তর	আনিসুজ্জামান
স্মৃতি শহর	শামসুর রাহমান
ঢাকার কথা	মুনতাসির মামুন
মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস	
রাইফেল রোটি আওরাত (মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে লেখা)	আনোয়ার পাশা
আগুনের পরশমণি	হুমায়ুন আহমেদ
জাহান্নাম হইতে বিদায়	শওকত ওসমান
জন্ম যদি তব বঙ্গে	শওকত ওসমান
দুই সৈনিক	শওকত ওসমান
নেকড়ে অরণ্য	শওকত ওসমান
নিষিদ্ধ লোবান	সৈয়দ শামসুল হক
নীল দংশন	সৈয়দ শামসুল হক
খাঁচায়	রশীদ হায়দার
দেয়াল	আবু জাফর শামসুদ্দীন
বিধ্বস্ত রোদের ঢেউ	সরদার জয়েন উদ্দীন
হাঙ্গর নদী গ্রেনেড	সেলিনা হোসেন
কাঁটাতারে প্রজাপতি	সেলিনা হোসেন
নিরন্তর ঘণ্টাধ্বনি	সেলিনা হোসেন
উপমহাদেশ	আল মাহমুদ

www.bcsourgoal.com.bd

www.bcsourgoal.com.bd

বিভিন্ন স্থানের পুরাতন নাম

ঢাকা	জাহাঙ্গীরনগর	সোনারগাঁও	সুবর্ণগ্রাম
চট্টগ্রাম	ইসলামাবাদ/চট্টলা/চাটগাঁ	ময়নামতি	রোহিতগিরি
বরিশাল	চন্দ্রদ্বীপ/বাকলা	লালবাগ দূর্গ	ফতেহাবাগ দূর্গ
নোয়াখালী	সুধারামপুর/ভুলুয়া		
ময়মনসিংহ	নাসিরাবাদ		
কুমিল্লা	ত্রিপুরা		
সিলেট	শ্রীহট্ট/জালালাবাদ		
কুষ্টিয়া	নদীয়া		
খুলনা	জাহানাবাদ	মুজিবনগর	বৈদ্যনাথতলা
বাগেরহাট	খলিফাতাবাদ	আসাদ গেট	আইয়ুব গেট
সাতক্ষীরা	সাতঘরিয়া	শেরে বাংলা নগর	আইয়ুব নগর
রাঙামাটি	হরিকেল	সেন্ট মার্টিন দ্বীপ	নারিকেল জিঞ্জিরা
ফরিদপুর	ফতেহাবাদ	নিঝুম দ্বীপ	বাউলার চর
কক্সবাজার	ফালকিং		
ফেনী	শমসের নগর		
জামালপুর	সিংহজানী		
গাইবান্ধা	ভবানীগঞ্জ		
দিনাজপুর	গণ্ডোয়ানাল্যান্ড	বাহাদুর শাহ পার্ক	ভিক্টোরিয়া পার্ক
রাজবাড়ি	গোয়ালন্দ	বাংলা একাডেমী	বর্ধমান হাউজ
ভোলা	শাহবাজপুর	সিরডাপ কার্যালয়	চামেলি হাউজ
মুন্সিগঞ্জ	বিক্রমপুর	প্রধানমন্ত্রীর ভবন	গণভবন (করতোয়া)
চাঁপাই নবাবগঞ্জ	গৌড়	বঙ্গভবন	গভর্নর হাউজ

ডাক যোগাযোগ

বাংলাদেশের প্রথম ডাকটিকিট প্রকাশিত হয়- ২০ জুলাই, ১৯৭১

প্রথম ডাকটিকিটে ছবি ছিল- বাংলাদেশের মানচিত্রের

স্বাধীনতার পর স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম ডাকটিকিট প্রকাশিত হয়- ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২

স্বাধীনতার পর প্রথম ডাকটিকিটের ডিজাইনার ছিলেন- বিমান মল্লিক

স্বাধীনতার পর প্রথম ডাকটিকিটে ছবি ছিল- বাংলাদেশের মানচিত্র

১৯৭২ সালের ২৬ মার্চ প্রকাশিত ডাকটিকিটে ছিল- আগুনের ফুলকি

www.bcsourgoal.com.bd

www.bcsourgoal.com.bd

বাংলাদেশে পোস্ট কোড চালু হয়- ১৯৮৬

স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম ডাকঘর- চুয়াডাঙায়

ডাক বিভাগের মনোগ্রাম- একজন ধাবমান রানারের কাঁধে চিঠির ব্যাগ ঝোলানো, হাতে একটা বল্লম, মাথায় প্রজ্বলিত লণ্ঠন

ডাক বিভাগের শ্লোগান- সেবাই আদর্শ

ডাক বিভাগের সদর দপ্তর- ঢাকায়

ডাক যাদুঘর- ঢাকার জিপিওতে

একমাত্র পোস্টাল একাডেমি- রাজশাহীতে

GEP চালু হয়- ১৯৮৪

EPP চালু হয়- ২০০০

ডাক যোগাযোগ নেই- ইসরায়েলের সঙ্গে

টেলিযোগাযোগ

টিএন্ডটি সদর দপ্তর- ঢাকায়

T&T- Bangladesh Telegraph & Telephone Board

BTRC- Bangladesh Telecom Reguletory Board

পার্বত্য চট্টগ্রামে মোবাইল ফোন সার্ভিস শুরু হয়- ১১ মে ২০০৮

ভাস্কর্য

ভাস্কর্য	স্থপতি	অবস্থান
জাতীয় স্মৃতি সৌধ	মাঈনুল হোসেন	সাভার, ঢাকা
কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার	হামিদুর রহমান	ঢাকা মেডিকেল কলেজ প্রাঙ্গণ
জাতীয় সংসদ ভবন	লুই আই কান	শেরে বাংলা নগর, ঢাকা
মুজিবনগর স্মৃতি সৌধ	তানভীর কবির	মুজিবনগর, মেহেরপুর
অপরাজেয় বাংলা	সৈয়দ আব্দুল্লাহ খালেদ	ঢা:বি: কলাভবনের সামনে
স্বোপার্জিত স্বাধীনতা	শামীম সিকদার	টিএসসি (ডাস চত্বর), ঢাবি
রাজু সন্ত্রাস বিরোধী ভাস্কর্য	শ্যামল চৌধুরী	টিএসসি চত্বর, ঢাবি
দোয়েল চত্বর	আজিজুল জলিল পাশা	কার্জন হল, ঢাবি
শাপলা চত্বর	আজিজুল জলিল পাশা	মতিঝিল, ঢাকা
তিন নেতার মাজার	মাসুদ আহম্মদ	ঢাবি, কার্জন হল সংলগ্ন

www.bcsourgoal.com.bd

www.bcsourgoal.com.bd

চারুকলা ইন্সটিটিউট	মাযহারুল ইসলাম	ঢাবি
ক্যাঁকটাস	হামিদুজ্জামান খান	ঢাবি
টিএসসি ভবন	কনস্টানটাইন ডক্সাইড	ঢাবি
মা ও শিশু	নভেরা আহম্মেদ	মুজিব হল, ঢাবি
নারী, শিশু ও পুরুষ	নভেরা আহম্মেদ	ঢাবি
স্বামী বিবেকানন্দ	শামীম সিকদার	জগন্নাথ হল, ঢাবি
বেগম রোকেয়া ভাস্কর্য	হামিদুজ্জামান খান	রোকেয়া হল, ঢাবি
শান্তির পাখি	হামিদুজ্জামান খান	টিএসসি, ঢাবি
স্বাধীনতা সংগ্রাম	শামীম সিকদার	ফুলার রোড, ঢাবি
অমর একুশে	জাহানারা পারভীন	জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
সংশপ্তক	হামিদুজ্জামান খান	জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
সাবাস বাংলাদেশ	নিতুন কুণ্ডু	রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
গোল্ডেন জুবিলী টাওয়ার	মৃণাল হক	রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
জাগ্রত চৌরংগী	আবদুর রাজ্জাক	গাজীপুর
বিজয় স্মরণী ফোয়ারা	আবদুর রাজ্জাক	তেজগাঁও, ঢাকা
সার্ক ফোয়ারা	নিতুন কুণ্ডু	পান্থপথ, ঢাকা
চেতনা- ৭১	মোঃ মইনুল	কুষ্টিয়া পুলিশ লাইন
ইস্পাত	হামিদুজ্জামান খান	
বিজয়- ৭১	খন্দকার বদরুল ইসলাম নান্নু	কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ
স্বাধীনতা স্মৃতিস্তম্ভ	এ কে এম ইকবাল	ঢাকা সেনানিবাস
রুই কাতলা	হামিদুজ্জামান খান	ফার্মগেট
রানার	আজম হক সাচ্চু	পোস্টাল একাডেমি, রাজশাহী
অর্ঘ্য	মৃণাল হক	সায়েন্স ল্যাব, ঢাকা
বাউল ভাস্কর্য	মৃণাল হক	শাহজালাল আন্তঃ বিমানবন্দর
কিংবদন্তী	হামিদুজ্জামান খান	মিরপুর, ঢাকা
শিখা অনির্বাণ		
শিখা চিরন্তন		

www.bcsourgoal.com.bd

www.bcsourgoal.com.bd

শামীম সিকদার-

স্বোপার্জিত স্বাধীনতা (টিএসসি (ডাস চত্বর), ঢাবি)

স্বাধীনতা সংগ্রাম (ফুলার রোড, ঢাবি)

স্বামী বিবেকানন্দ (জগন্নাথ হল, ঢাবি)

মৃণাল হক-

দুর্জয় (রাজারবাগ, ঢাকা)

চিরদুর্জয় (রাজারবাগ, ঢাকা)

বলাকা (মতিঝিল, ঢাকা)

গোল্ডেন জুবিলি টাওয়ার (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়)

রাজসিক বিহার (হোটেল শেরাটনের সামনে, ঢাকা)

প্রত্যাশা (বঙ্গবাজার, ঢাকা)

অর্ঘ্য (সায়েন্স ল্যাব বা সায়েন্স ল্যাবরেটরী, ঢাকা)

সাম্যবাদ (কাকরাইল, ঢাকা)

বাউল ভাস্কর্য (শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের সামনে, ঢাকা)

বর্ষারাণী (তেজগাঁও, ঢাকা)

হামিদুজ্জামান খান-

সংশপ্তক (জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়)

স্বাধীনতা (কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, ঢাকা)

ক্যাঁকটাস (ঢাবি)

মিশুক (শাহবাগ, ঢাকা)

ইস্পাত

বেগম রোকেয়া ভাস্কর্য (রোকেয়া হল, ঢাবি)

স্মৃতির মিনার (জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়)

রুই কাতলা (ফার্মগেট, ঢাকা)

শান্তির পাখি (টিএসসি, ঢাবি)

কিংবদন্তী (মিরপুর, ঢাকা)

বিজয় বিহঙ্গ (হামিদুজ্জামান খান ও আমিনুল হাসান লিটু) (বরিশাল)

নিতুন কুণ্ডু-

সার্ক ফোয়ারা (পান্থপথ, ঢাকা)

সাবাস বাংলাদেশ (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়)

কদম ফোয়ারা (ঢাকা)

সাম্পান (চট্টগ্রাম)

www.bcsourgoal.com.bd

www.bcsourgoal.com.bd

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাবি প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯২১ সালের ১ জুলাই

ঢাবি দিবস/ ঢাবি প্রতিষ্ঠা দিবস- ১ জুলাই

ঢাবি প্রতিষ্ঠার জন্য গঠিত কমিশন- নাথান কমিশন

নাথান কমিশন গঠিত হয়- ১৯১২ সালে

প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে ঢাবি'র বিভাগ ছিল- ১২টি

প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে ঢাবির অনুষদ- ৩টি

প্রতিষ্ঠাকালীন আয়তন/ মোট জমির পরিমাণ- ৬০০ একর

বর্তমান আয়তন/ মোট জমির পরিমাণ- ২৫৮ একর

ঢাবির জমি দান করেন- নবাব সলিমুল্লাহ

সলিমুল্লাহ মুসলিম হল নির্মিত হয়- ১৯২১ সালে

প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয়- ১৯২৩ সালে

স্বাধীনতার পর প্রথম সমাবর্তন- ১৯৯৯ সালে

শেখ মুজিবুর রহমান- ঢাবির আইন বিভাগের ছাত্র ছিলেন

শেখ হাসিনা- ঢাবির বাংলা বিভাগের ছাত্রী ছিলেন

প্রথম মহিলা ডিন- বেগম আজিজুন্নেসা (বাংলা বিভাগ)

৫ জন নোবেল বিজয়ীকে ডক্টরেট ডিগ্রি দেয়া হয়েছে।

সর্বশেষ সম্মানসূচক ডিগ্রি পেয়েছেন- তুরস্কের প্রেসিডেন্ট আব্দুল্লাহ গুল (ডক্টর অব ল'জ)

বর্তমানে মোট বিভাগ- ৬৬টি

মোট অনুষদ- ১৩টি

মোট ইন্সটিটিউট- ৮টি

মোট হল- ১৭টি (ছেলেদের- ১৩টি, মেয়েদের- ৪টি)

ভিসি- আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকী (২৭তম)

কলা অনুষদের ডিন- অধ্যাপক ড. সদরুল আমিন

সমাজবিজ্ঞান অনুষদের ডিন- মোঃ ফরিদ উদ্দিন আহমেদ

স্যার পি জে হার্টস ইন্টারন্যাশনাল হল অবস্থিত- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (বিদেশি ছাত্রদের হল)

সিনেট ভবনের নাম- নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবন

বসুনিয়া গেট- মুহসীন হলের প্রবেশ পথে

এক সময় সংসদ কার্যক্রম চলত- জগন্নাথ হলে

অক্টোবর স্মৃতি ভবন' অবস্থিত- জগন্নাথ হলে

ঢাবি শোক দিবস- ১৫ অক্টোবর

www.bcsourgoal.com.bd

www.bcsourgoal.com.bd

অপরাজেয় বাংলা- কলা ভবনের সামনে

রাজু সন্ত্রাসবিরোধী ভাস্কর্য- টিএসসির সামনে

স্বোপার্জিত স্বাধীনতা- টিএসসির সঙ্গে/ ডাসে

ঢাবির গুরুত্বপূর্ণ ভিসি/উপাচার্য :

প্রথম উপাচার্য	স্যার পি জে হার্টস (তাঁর নামে একটি হল আছে)
প্রথম উপমহাদেশীয়/ভারতীয়/মুসলিম উপাচার্য	স্যার এ এফ রহমান (তাঁর নামে একটি হল আছে)
ভাষা আন্দোলনের সময় উপাচার্য ছিলেন ঢাবির ছাত্র হিসেবে প্রথম উপাচার্য	সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরী
মুক্তিযুদ্ধের সময় উপাচার্য ছিলেন	বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী
ভারতের রাষ্ট্রপতির ভাই ছিলেন যে উপাচার্য	আর সি মজুমদার (তাঁর নামে একটি অডিটোরিয়াম আছে)
বর্তমান উপাচার্য (২৭তম উপাচার্য)	আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকী (গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষক)

ঢাবিতে গুরুত্বপূর্ণ চেয়ার :

বোস চেয়ার	সত্যেন্দ্রনাথ বসু(ঢাবির শিক্ষক ছিলেন)	
আব্দুর রাজ্জাক চেয়ার	আব্দুর রাজ্জাক(ঢাবির শিক্ষক ছিলেন)	রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
বেগম রোকেয়া চেয়ার	রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন	উইমেন্স এন্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগ
রবীন্দ্রনাথ চেয়ার	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	বাংলা বিভাগ

www.bcsourgoal.com.bd

www.bcsourgoal.com.bd

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ইন্সটিটিউট

ভাষা আন্দোলনের ফলে সৃষ্টি হয়েছিল- বাংলা একাডেমী (১৯৫৫ সালে)
বাংলা একাডেমীর মূল ভবনের নাম- বর্ধমান হাউস
বাংলাপিডিয়া প্রকাশ করে- বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি (বর্তমানে ?)
'আলোকিত মানুষ' তৈরির কর্মসূচী- বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রের
শিল্পকলা একাডেমী- ১৯৭৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় (ঢাকার সেগুনবাগিচায়)
শিশু একাডেমী- ১৯৭৭ সালে প্রতিষ্ঠিত

বার্ড (BARD)-এর প্রতিষ্ঠাতা- আখতার হামিদ খান (১৯৫৯ সালে)
BARD- Bangladesh Academy for Rural development(বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী)
BARD অবস্থিত- কোটবাড়ি, কুমিল্লা
গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৮৩ সালে
ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন বাংলাদেশ (ICB) প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৭৬ সালে
বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক= বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক+বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা (BDBL= BSB+BSRS)
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৭৩ সালে

বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা- ডাঃ মোহাম্মদ ইব্রাহীম
সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান- বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি) ও বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন (সংবিধানে নতুন অনুচ্ছেদ/ধারা সংযোজনের মাধ্যমে সৃষ্ট)
বিমান বাহিনীর ট্রেনিং সেন্টার- যশোর
বাংলাদেশের একমাত্র পুলিশ একাডেমি- রাজশাহীর সারদা'য়
লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (PATC)- সাভার, ঢাকা
নদী গবেষণা ইন্সটিটিউট- ফরিদপুর
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইন্সটিটিউট- গাজীপুর (জয়দেবপুর)
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউট- গাজীপুর (জয়দেবপুর)
বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা (BFDC) প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৫৮ সালে
(বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের জনক- আবদুল জব্বার খান
প্রথম সবাক চলচ্চিত্র- মুখ ও মুখোশ
প্রথম রঙিন চলচ্চিত্র- সঙ্গম (জহির রায়হান)
BFDC থেকে নির্মিত প্রথম ছবি- জাগো হুয়া সাভেরা)

SPARSO

SPARSO- Space Research and Remote Sensing Organisation (মহাকাশ গবেষণা দূর অনুধাবন কেন্দ্র)
SPARSO অবস্থিত- ঢাকার আগারগাঁয়ে
SPARSO- প্রতিরক্ষ মন্ত্রণালয়ের অধীনে

www.bcsourgoal.com.bd

SPARSO বাংলাদেশের- একমাত্র ঘূর্ণিঝড় ও দুর্যাগ পূর্বাভাস কেন্দ্র

SPARSO কাজ করে- কৃত্তিম উপগ্রহের মাধ্যমে

SPARSO-র LAND SAT ও NOA নামের কৃত্তিম উপগ্রহ দু'টি ভূমি জরিপের কাজে নিয়োজিত

www.bcsourgoal.com.bd

www.bcsourgoal.com.bd